



শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা পদ্ধতি

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য



বরাত বিহীন

শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা পদ্ধতি

[বিবিধ প্রকার মুদ্রা, জগদ্ধাত্রী মন্ত্র, স্তব-কবচ এবং ফদ্দমালা সম্বলিত]

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক
সঙ্কলিত।

শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত।

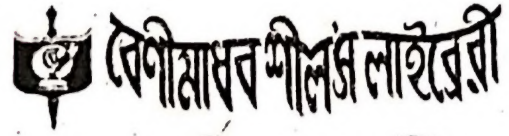


বেণীমাধব শীলগুপ্ত লাইব্রেরী

১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১

মূল্য টাকা।

প্রকাশক :



বৈণীমাধব শীলগুলাইব্রেরী
১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

★ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা পদ্ধতি

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

পুনঃ মুদ্রণ : আষাঢ়, ১৪১৯ সাল।
ইং জুলাই, ২০১২ খ্রীঃ।

মুদ্রক :-

মণ্ডল এন্টারপ্রাইজ

কলকাতা-৭০০ ০১০

আমাদের পরিবেশিত অন্যান্য পূজা পদ্ধতি

দুর্গা পূজাপদ্ধতি (নন্দীকেশ্বর, কালিকা পুরাণোক্ত, দেবী পুরাণোক্ত) কোজাগরী লক্ষ্মী পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীকালী পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীরক্ষাকালিকা পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীশীতলা পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীমনসা পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয় পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীশনি পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীহরিবাসর পূজাপদ্ধতি, শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা ও ব্রতকথা, প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি, নিত্যকর্ম পদ্ধতি।

বিষয়

আচমন, বিষ্ণুস্মরণ	
সূর্য্যার্ঘ্যদান, বরণ	
সঙ্কল্প	
সঙ্কল্প সূক্ত (ত্রিবেদী), বরণ বাক্য	
তন্ত্রধারক বরণ, চণ্ডীপাঠ সঙ্কল্প	
পঞ্চগব্য শোধন (সাম ও যজুঃ)	
তান্ত্রিক আচমন, স্বস্তিবাচন	
তন্ত্রোক্ত স্বস্তিসূক্ত, সাক্ষ্যমন্ত্র, সঙ্কল্প	
তন্ত্রোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত, সামান্যার্ঘ্য	
দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলি	
আসনশুদ্ধি	
গুরুপঙ্ক্তি প্রণাম	
করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি	
সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি	
প্রাণায়াম, আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা	
মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস	

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭	অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস	২১
৮	সংহার মাতৃকান্যাস	২২
৯	পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস	২৩
১০	মূলমন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস	২৪
১১	ব্যাপকন্যাস, তত্ত্বন্যাস	২৪
১২	বীজন্যাস, বর্ণন্যাস	২৪
১৩	ষোড়শন্যাস	২৫
১৪	ঘটস্থাপন বিধি ও মন্ত্র	২৫
১৫	কাণ্ডরোপন	২৫
১৬	সূত্রবেষ্টন	২৬
১৭	গণেশাদির পূজা	২৬
১৮	পীঠপূজা	২৯
১৮	করন্যাস, অঙ্গন্যাস	৩০
১৯	দেবীর ধ্যান	৩০
২০	মানসপূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন	৩১
২১	আবাহন	৩৩

বিষয়

চক্ষুর্দান
প্রাণপ্রতিষ্ঠা
প্রধান পূজা
আবরণ পূজা, ষড়ঙ্গপূজা
গুরুপঙ্কতি পূজা, ষড়ঙ্গশক্তির পূজা
ব্রাহ্মদ্যষ্টশক্তির পূজা
অষ্টভৈরবের পূজা
বটুকগণের পূজা
ক্ষেত্রপালগণের পূজা
ইন্দ্রাদি লোকপাল পূজা
আবাহন
নীলকণ্ঠ শিবপূজা
করন্যাস, অঙ্গন্যাস
নীলকণ্ঠ শিবের ধ্যান
তন্ত্রোক্ত বলি প্রকরণ
ছাগোৎসর্গ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৪	খড়্গাপূজা	৫৪
৩৪	স্তম্ভপূজা	৫৫
৩৫	মেঘবলি	৫৬
৪১	কুম্মাণ্ডাদি বলি	৫৭
৪১	বলিবিঘ্ন শান্তি	৫৭
৪৪	দীপমালা উৎসর্গ	৫৮
৪৬	তান্ত্রিক হোমবিধি	৫৯
৪৭	দক্ষিণান্ত	৬২
৪৮	অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য সমাধান	৬৩
৪৮	জগদ্ধাত্রী স্তোত্রম্	৬৪
৪৯	জগদ্ধাত্রী কবচম্	৬৪
৪৯	কুমারী পূজা	৬৫
৪৯	পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র	৬৮
৫০	বিজয়াকৃত্যম্	৬৯
৫২	অপরাজিতা পূজা	৬৯
৫৩	তান্ত্রিক শান্তিমন্ত্র	৭২

ফর্দমালা

সিদ্ধি, সিন্দুর, তিল, যব, হরীতকী, কুশ, পঞ্চশস্য, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, গুরুবরণ, পূজকবরণ, তন্ত্রধারকবরণ, চণ্ডী-
পাঠক বরণ, বরণাসুরীয়, পৈতা ৮, বরণডালা ১ প্রঃ, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, গোময়, গোচনা, তীরকাঠি ৪, সাদাসূতা, লালসূতা, প্রধান
ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি, দ্বারঘট ২, তেকাঠা ১, আশ্রপল্লব ৩, সশীষডাব ৩, একসরা আতল চাউল, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, দেবীর শাড়ী ৩, চণ্ডীর
শাড়ী ১, পট্ট ১ বা ৩, বিষ্ণুর ধুতি ১, নীলকণ্ঠের ধুতি ১, নারদের ধুতি ১, সিংহের ধুতি ১, করীন্দ্রাসুরের ধুতি ১, পুষ্প, তুলসী, দূর্বা,
বিশ্বপত্র, পুষ্পমাল্য ৩, চন্দ্রমাল্য ৩, জবার মালা ৩, অপরাজিতার মালা ৩, বিশ্বপত্রমাল্য ৩, সিন্দুর চুবড়ী ৩, প্রসাধন দ্রব্য ৩ প্রঃ,
শাঁখা ৩ জোড়া, লোহা ৩ জোড়া, আলত ৩ জোড়া, তরল আলতা ৩ শিশি, থালা ৩, গেলাস ৩, বাটি ৩, শয্যা দ্রব্য ৩ প্রঃ অভাবে
১ প্রস্থ, কর্পূর, পান, পানমশলা, গোটাসুপারী, রচনা হাঁড়ি ৩, কলাগাছ ২, ধূপ, প্রদীপ, ছোট প্রদীপ ১০৮, অভাবে ২৮, দেবীর নৈবেদ্য
৩, অন্যান্য দেবদেবীর নৈবেদ্য ১২, কুচা নৈবেদ্য ৩, কলাপাতা, উপকরণ, মিষ্টান্ন, ছানা, মাখন, ক্ষীর, মুড়কী, বাতাসা, জাগহাঁড়ি
১, জাগপ্রদীপ ১, গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা।

হোমের দ্রব্য—বালি, কাষ্ঠ, প্যাকাটি, খোড়কে, গব্যঘৃত ৪০০ গ্রাঃ, বিশ্বপত্র ১০৮, যজ্ঞডুমুর সমিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, হোমের
বস্ত্রখণ্ড ১ খণ্ড, উষ্ণীষ গামছা ১, আরত্রিকের দ্রব্যাদি, ভোগের দ্রব্যাদি, বলিদানের দ্রব্যাদি।

বিসর্জনের দ্রব্য—পুষ্প, তলসী, দূর্বা, বিশ্বপত্র, পুষ্পমাল্য, জবার মালা, নৈবেদ্য ৩, কুচা নৈবেদ্য ১, খই, দধি, চিড়া, মুড়কী,
গুড়, সন্দেশ, কাটালী কলা, আরত্রিকের দ্রব্যাদি।

কুমারী পূজার দ্রব্য—কুমারীর বস্ত্রাদি, পুষ্পমাল্য, ফুলের মালা, গোটা ফল ৫ প্রকার, মিষ্টান্ন, নৈবেদ্য, গন্ধতেল, তরল আলতা,
আয়না-চিরুণী, কেশবন্ধন জন্য পট্টডোর (ফিতা), কুমারী ভোজনের দ্রব্য, দক্ষিণা।

ওঁ নমো নারায়ণায়

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাপদ্ধতি

কৃত্যনিত্যক্রিয় পূজক শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি নিম্নোক্ত কর্ম সমাপন করিবেন। জগদ্ধাত্রী পূজায় আচমন দুই প্রকার। বৈদিক এবং তান্ত্রিক আচমন। কালী, জগদ্ধাত্রী এবং অন্নপূর্ণা পূজায় প্রথমে বৈদিক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া পরে তান্ত্রিক আচমন করাই বিধি। তাহা ছাড়া তান্ত্রিক পূজায় পূজকের রক্তবস্ত্র পরিধান এবং রুদ্রাক্ষ মালা ব্যবহার করা কর্তব্য।

* আচমন—ডান হাতের তালু গোকর্ণাকৃতি করিয়া একটিমাত্র মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ জল লইয়া তিনবার এক এক গণ্ডুষ জল পান করিবেন এবং প্রতিবার পানান্তে “ওঁ বিষ্ণুঃ” বলিবেন। অতঃপর মুখাদি মার্জন করিবেন। যথা—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদ্বারা মুখমার্জন, অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে মুখস্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা দুই নাসাপুট, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা দুই চক্ষু এবং দুই কর্ণ স্পর্শ করিবেন। পরে কনিষ্ঠা দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালনপূর্বক উভয় করতল দ্বারা বক্ষঃস্থল এবং সমস্ত অঙ্গুলীদ্বারা মস্তক এবং উভয় বাহুমূল স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুস্মরণাদি করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—করযোড়ে পাঠ করিবেন—“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ॥ ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবঃ ॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং

* গোকর্ণাকৃতি হস্তেন মাষমগ্নং জলং পিব্যেৎ। তন্ম্যনমধিকং বাপি পিবেচ্ছেদ্রধিরস্ত তৎ ॥” অর্থাৎ, গরুর কাণের ন্যায় হস্ত তালু করিয়া, একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ পরিমাণ জল তিনবার লইয়া তিনবার পান করিবেন। তাহার অধিক বা অল্প জল পান করিলে শোণিতপানের ফল হয়।

বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ ॥ ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ওঁ দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ। বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণবঃ ॥ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়
কারণত্রয় হেতবে নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ ॥ ওঁ সর্বমঙ্গলে মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি
নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥” অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্যদান—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) জল, জবাপুষ্প, দূর্বা, আতপ চাউল ও রক্তচন্দন লইয়া উভয় হস্তে ধরিয়া পূর্বাভিমুখে
বসিয়া মন্ত্র পাঠান্তে অর্ঘ্য দিবেন। মন্ত্র—(সামবেদীয়) “ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে, বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিদ্রে সূচয়ে
সবিদ্রে কর্মদায়িনে। ইদমর্ঘ্যং ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥”

অন্যান্য বেদীয় এবং শূদ্রগণ উক্তরূপে অর্ঘ্য সাজাইয়া—“ওঁ এহি সূর্য্যঃ সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পায়
মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরঃ ॥ এষোহর্ঘ্যঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥” মন্ত্র পাঠান্তে সূর্য্যোদ্দেশে দিয়া প্রণাম করিবেন।
মন্ত্র, যথা—“ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। স্ফাত্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরঃ ॥” (শূদ্রগণ—“ওঁ”
মন্ত্রের পরিবর্তে “নমো” বলিবেন।)

এই পর্য্যন্ত কার্য্য সমাধা করিয়া যজমান স্বয়ং পূজা করিতে অসমর্থ বা অনধিকারী হইলে, পূজক এবং তন্ত্রধারকাদি বরণ
করিবেন।

বরণ—যজমান স্বয়ং পূজাকার্য্যে অসমর্থ বা অনধিকারী হইলে পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিয়া পূজা করাইবেন। পূজক
ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত কর্মসকল সমাধা করিয়া স্বয়ং উত্তরমুখে এবং যজমান পূর্বাভিমুখে বসিবেন। অতঃপর যথাবিধি যজমানকে
আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করাইয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করাইবেন। যথা—(ব্রাহ্মণপক্ষে)—“ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূর্যঃ দিবীং চক্ষুরাততম্ ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ॥” শূদ্র হইলে—“নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ। নমো অপবিত্র পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতৌহপি বা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স বাহ্যভ্যন্তর শুচিঃ ॥ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ ॥”

অতঃপর যথাবিধি সূর্যার্ঘ্য দান করাইবেন। তৎপরে নারায়ণাদি স্মরণ করাইবেন। যথা—করষোড়ে—“ওঁ (নমো) সর্ব-
মঙ্গলে মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ ॥ ওঁ (নমো) মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো
হৃদি। স্মরন্তি মাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম্ ॥ ওঁ (নমো) মাধবঃ, ওঁ (নমো) মাধবঃ ॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্য শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥” অতঃপর যজমানকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করাইবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে
ওঁ (নমো) গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) শ্রীগুরবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) শ্রীসূর্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে
ওঁ (নমো) নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) শিবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং (নমো) দুর্গায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে
ওঁ (নমো) আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো)
মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) কাল্যাণাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) সর্বেভ্যো
দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ॥” অতঃপর
“ওঁ (নমো) কর্তব্যেহস্মিন্ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী পূজা কৰ্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো (নমো) ব্রুবন্তু ॥” ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানকে স্বস্তিবাচন
করাইয়া যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প করাইবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) তিল, হরিতকী, পুষ্প, জবাপুষ্প, জল, আতপ চাউল, কুশত্রিপত্র লইয়া বাম হস্তের তালুতে
রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প করাইবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসদ্য অমুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে,
শুক্রেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা জীববদেতৎ স্থলশরীরাবিরোধেন সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক অতুল

ধনধান্যবিভূতিকাং (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রীতিকামো বা) তস্মৈ স্তোত্রং বিধিনা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দুর্গাপূজা কর্মাহং করিষ্যে।” যজমান স্বয়ং সঙ্কল্প না করিলে বাক্যটি হইবে—“বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকেমাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুকগোত্রস্য অমুক দেবশর্মণ (অমুক দাসস্য বা) জীববদেতৎ স্থূলশরীরাবিরোধেন সর্বাপচ্ছান্তি পূর্বক অতুল ধনধান্যবিভূতিকাং (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দুর্গা প্রীতিকামো বা) তস্মৈ স্তোত্রং বিধিনা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দুর্গাপূজা কর্মাহং করিষ্যামি।” অতঃপর সঙ্কল্পের কিঞ্চিৎ জল ঈশান কোণে দিয়া তাম্রটাটে কোশা উপড় করিয়া দিবেন এবং সচন্দন পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে সঙ্কল্পসূক্তায় নমঃ।” মস্ত্রে কোশায় বা কুশীতে দিয়া স্ববেদোক্ত যজমানের হইলে যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন বা করাইবেন।

সঙ্কল্প সূক্ত (সাম)—“ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবদ্ভাসিচম্। উদ্ বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পূণ্ধ মাদিহো দেব ওহতে॥”

সঙ্কল্প সূক্ত (যজুঃ)—“ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরমদৈতি দৈবম্ তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকম্। তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু॥”

সঙ্কল্প সূক্ত (ঋগ্বেদী)—“ওঁ যা ওংওর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ উতয়ে বরুণাণীং স্বস্তয়ে॥”

বরণ বাক্য—যজমান করযোড়ে বলিবে—“ওঁ (নমো) সাধু ভবানাস্তাম্।” পূজক বলিবেন—“ওঁ সাধ্বহমাসে।” যজমান বলিবে—“ওঁ (নমো) অর্চয়িষ্যামে ভবন্তম্।” পূজক বলিবেন—“ওঁ অর্চয়।” অতঃপর যজমান গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, অঙ্গুরীয় ও যজ্ঞোপবীত লইয়া বলিবে—“এতানি গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্রাঙ্গুরীয় যজ্ঞোপবীতানি ওঁ (নমো) পূজক ব্রাহ্মণায় নমঃ।” মস্ত্রে ব্রাহ্মণের হস্তে দিলে ব্রাহ্মণ বলিবেন—“ওঁ স্বস্তি।” অতঃপর পূজক উবু হইয়া মাটিতে বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখিয়া উপবেশন করিবেন। যজমান দক্ষিণহস্তে গন্ধ, পুষ্প, দুর্বা ও আতপচাউল লইয়া দক্ষিণহস্তে বামহস্তযুক্ত করিয়া পূজকের হাঁটু স্পর্শ করিয়া বলিবে। যথা—

“বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য (শ্রীবিষ্ণুর্নমোহদ্য) অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ মৎসঙ্কল্পিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দুর্গাপূজা কর্মণি পূজক কর্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মাণং (পূজকের গোত্র ও নাম উল্লেখপূর্বক) গন্ধাদিভিরভার্চ ভবন্তমহং বৃণে।” পূজক বলিবেন—“ওঁ বৃতোহস্মি।” যজমান করযোড়ে বলিবে—“যথাবিহিতং পূজককর্ম কুরু।” পূজক বলিবেন—“ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।”

তন্ত্রধারক বরণ—পূজক বরণের ন্যায় তন্ত্রধারকেরও বরণ হইবে। সমস্ত একই প্রকার। শুধুমাত্র বরণবাক্যটি পৃথক হইবে। যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য (বিষ্ণুর্নমোহদ্য) অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (অমুক দাসঃ বা) মৎসঙ্কল্পিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দুর্গাপূজা কর্মণি তন্ত্রধারক কর্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মাণং (তন্ত্রধারকের গোত্র ও নাম উল্লেখপূর্বক) গন্ধাদিভিরভার্চ ভবন্তমহং বৃণে।” তন্ত্রধারক বলিবেন—“ওঁ বৃতোহস্মি।” যজমান করযোড়ে বলিবেন—“ওঁ (নমো) যথাবিহিতং তন্ত্রধারক কর্মকুরু।” তন্ত্রধারক বলিবেন—“ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।”

চণ্ডীপাঠ সঙ্কল্প—পাঠক স্বয়ং আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। সঙ্কল্প বাক্য—“বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা মনোগতাভীষ্ট সিদ্ধিকামঃ (শ্রীচণ্ডিকা প্রীতিকামো বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সার্বর্গিঃ সূর্যাতনয়ঃ ইতারভ্য সার্বর্গির্ভবিতা মনুঃ ইত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক সন্দর্ভস্য একাবৃতি (যত আবৃতি পাঠ হইবে তাহা উল্লেখ্য) পাঠ কর্মাহং করিষ্যে।”

পরার্থে বলিবেন—“বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পাঠকের গোত্র ও নাম) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ (দাসঃ বা) (যজমানের গোত্র ও নাম) মনোহভীষ্ট সিদ্ধিকামঃ (শ্রীচণ্ডিকা প্রীতিকামো বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সার্বর্গিঃ

সূর্যতনয়ঃ ইত্যারভা সাবর্ণিভবিভা মনুঃ ইত্যস্ত দেবীমাহাধ্যা প্রকাশক সন্দর্ভসা একাবৃন্তি পাঠ কর্মাহং করিষ্যামি।”

অতঃপর যজ্ঞমান রক্তচন্দনসহ একটি রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ।” বলিয়া দেবীর উদ্দেশে দিয়া প্রণাম করিবে। যথা—“ওঁ (নমো) সর্বমঙ্গল মঙ্গলো শিবো সর্বার্থসাধিকে। শরণো ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥”

বরণকার্য্য সমাপ্ত করিয়া পূজক আসনে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া নারায়ণ স্নান করাইবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষাঃ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্। এতৎ স্নানীয় জলং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥” এইরূপে জলদ্বারা স্নান করাইয়া শুদ্ধবস্ত্রে মুছিয়া একটি সচন্দন তুলসীপত্র লইয়া—“এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ ওঁ নমস্তে বহুরুপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।” অতঃপর সচন্দন পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।” মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় দিয়া পঞ্চগব্য শোধন করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন (সাম) গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদগা সমন্যবঃ সজাতেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥” দুগ্ধ—“ওঁ গব্যোষুণো রথয়া পুরাশ্বয়োথ রবিবস্যা মহোনাম্।” দধি—“ওঁ দধিগ্রাবনো অকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভি নো মুখাকরং, প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ ॥” ঘৃত—“ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়ৌর্বা পৃথ্বী মধুদুষে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্ণুভিতে অজরে ভুরিরেতস্ ॥” অতঃপর কুশোদক দিবেন। যথা—“ওঁ দৌরাপঃ কনিত্রদং সিন্ধোরাপোঃ মরুতো মাদয়ন্তাং ঘর্মজ্যোতিঃ ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন (যজুঃ)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিতাপুষ্ঠাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহো পহুয়ে শ্রিয়ম্ ॥” দুগ্ধ—“ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণাং। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥” দধি—

“ওঁ দধিগ্রাবনো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরং, প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ ॥” ঘৃত—“ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্বামৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধুষ্টং দেবসজনমসি ॥” কুশোদক—“ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্বাহভ্যাং পুষ্ণে হস্তাভ্যামাদদে ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন। অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা প্রতিমা ও পূজাস্থান শোধন করিবেন। অতঃপর হস্তপদ প্রক্ষালন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ সর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হং ফট্ স্বাহা।” অতঃপর পাপক্ষয়ার্থ করযোড়ে মন্ত্র দুইটি পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভুগ্মম। তন্নিসারয় চিত্তাঙ্গে পাপং হং ফট্ চ তে নমঃ ॥১ ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ মহাভূতানি পঞ্চবৈ। এতে শুভাশুভসোহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥২ ॥” পরে “হুং” মন্ত্রে পূজাস্থান অবলোকনপূর্বক “ফট্” মন্ত্রে পূজাস্থান কুশোদকে প্রোক্ষণপূর্বক ভূমিদোষনাশার্থ ভূমিতে “ক্লীং” মন্ত্র লিখিবেন। অতঃপর “মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হং ফট্ স্বাহা।” মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রহিবন্ধন পূর্বক শিখাবন্ধন করিয়া তান্ত্রিক আচমন করিয়া স্বস্তিবাচনাди করিবেন।

তান্ত্রিক আচমন—“ওঁ আত্মতত্বায় স্বাহা। ওঁ বিদ্যা তত্বায় স্বাহা। ওঁ শিবতত্বায় স্বাহা ॥”

স্বস্তিবাচন—তাম্রাদিপাত্র (কুশীতে) পুষ্প, আতপতুল, কুশত্রিপত্র লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক সায়ুধবাহন-পরিবার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গা পূজাকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্ ॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক সায়ুধবাহন-পরিবার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গা পূজাকর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক সায়ুধবাহন-পরিবার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গা পূজা কর্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধাতাং, ওঁ ঋদ্ধাতাং, ওঁ ঋদ্ধাতাম্ ॥” “ওঁ হ্রীং

হুং স্বস্তি নাঃ কাত্যায়নী অপর্ণাশ্রবা, স্বস্তি নাঃ কালী হ্রৌং মেঘামৃতময়ী, হুং স্বস্তি নাঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু। হ্রীং শ্রীং হুং ফট্
হ্রাঃ ॥” অতঃপর ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিতে করিতে আতপ তণ্ডুল বিকিরণ করিবেন।

তদ্ব্যোক্ত স্বস্তিসূক্ত—“ওঁ সর্বাশ্চ দেবাস্চ বিপ্রীতকক্ষা প্রভঞ্জনাতং মেকসুবর্ণদায়ী। কলোদ্ধ মা মা সচেন্দ্রিয়াং শ্রিয়ো
বিরিভবাস্য গুনভবায় নৈ ॥” অতঃপর করমোড়ে সাক্ষামন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষামন্ত্র—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সক্ষো ভূতান্যহঃ ক্ষমাঃ। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশঃ খচরামরাঃ। ব্রাহ্মণ
শাসনমাহ্বায় কল্লকামিহ সগিধিম্ ॥” অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

* সঙ্কল্প—ভাষ্যপাত্রে (কুশীতে) তিল, ফল (হরিতকী), কুশত্রিপত্র, বিল্বপত্র, জল, আতপ চাউল, রক্তচন্দন, জবা অথবা
অপর্ণাজিতা পুষ্প লইয়া কামহস্তে রাগিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া বীরাঙ্গনে উত্তরাভিমুখে
বসিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসং অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিহে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাস্তিযৌ
হুগম্যাম্যম অমুকেশত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বকামতুলধনধানবিভূতिलाভকামঃ (শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাপ্রীতিকামো
বা) গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক সাযুধবাহন পরিবার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীপূজাতক্লোম কর্মাহং
করিষ্যে।” [যজ্ঞমানের হইলে—“বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ, (শূদ্রপক্ষে—
শ্রীঅমুকদাসঃ) জীববদেতৎস্থলশরীরাবিরোধেন সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বকামতুলধনধানবিভূতिलाভকামঃ (শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাপ্রীতিকামো
বা) গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক সাযুধবাহন পরিবার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাপূজাতক্লোম কর্মাহং

* সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ বৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ। ফলক্সালকং তস্য ধর্মস্যাধ্বক্ষয়ো ভবেৎ ॥” অর্থাৎ সঙ্কল্প না করিয়া মানব যে কার্য্য করে, তাহার পূর্ণ
ফললাভ হয় না, অর্ধেক ফল নষ্ট হয়।

করিষ্যামি।] সঙ্কল্পবাক্য পাঠান্তে পাত্রস্থ জল কিঞ্চিৎ ভূমিতে ফেলিয়া কুশীটি তাম্রটাটে উঁপুড় করিয়া দিয়া, ঘণ্টাধ্বনি ও সূক্ত
মন্ত্রপাঠ সহকারে তদুপরি আতপ তণ্ডুল বিকিরণ করিবেন।

তদ্ব্যোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত—“ওঁ ইন্দ্রাদ্যানো বিবেশী পৃষ্ঠাং মা কৃণন্তু মতাং শিবৈঃ সিংহদ্ব মদধত কল্ল কৃষ্ণায়ুর্দেব ওহতে ॥”
অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।



ধেনুমুদ্রা



যোনিমুদ্রা



অবগুণ্ঠনমুদ্রা



মংসামুদ্রা



অকুশুমুদ্রা

সামান্যার্ঘ্য—ভূমিতে নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল জল দ্বারা অঙ্কন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা উক্ত মণ্ডলে পূজা করিবেন। যথা—
“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ
পৃথিবৌ নমঃ।” এইরূপে পূজা করিয়া “ফট্” মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালনপূর্বক মণ্ডলে স্থাপন করিবেন। অতঃপর “দূং” মন্ত্রে কোশা
জলপূর্ণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা কোশার জলে পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলায়ানে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ।” এইরূপে

পূজা করিয়া কোশার জলে সচন্দনপুষ্প-বিল্বপত্রাদি দিয়া ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, অবগুণ্ঠন ও মৎস্যমুদ্রা (পৃঃ ১৫) প্রদর্শন করিয়া, অক্ষুশ মুদ্রা দ্বারা (পৃঃ ১৫) কোশার জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গন্ধে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিদ্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥” অতঃপর ঐ জল দ্বারা পূজোপকরণ এবং নিজেকে অভ্যক্ষণ করিবেন। অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—“ফট্” মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জলদ্বারা দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ দ্বারদেবতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিরুধ্যক্ষম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত ॥” অতঃপর গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্মৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সরস্বতৌ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিদ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাং বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।” অশক্তপক্ষে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর বিদ্যাপসারণ করিবেন।

বিদ্যাপসারণ—“ওঁ হ্রীং” মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিষ্ম, “ওঁ অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিদ্যুৎ এবং ভূমিতে তিনবার বামপদের গোড়ালী দ্বারা আঘাত করিয়া ভৌমবিষ্ম অপসারণ করিয়া, মাষভক্তবলি দিবেন।

মাষভক্তবলি—স্ববামে জলদ্বারা নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি নব মৃগ্নয় পাত্রে (খুরিতে বা সরাতে) অথবা কদলীপত্রে কিংবা বিল্বপত্রে মাষকলাই, দধি, আতপ চাউল একত্র করিয়া রাখিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা (পৃঃ ১৫) আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিরুধ্যক্ষম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত ॥” এইরূপে ভূতাদির আবাহনপূর্বক বামহস্ত চিৎ করিয়া উক্ত মাষভক্তবলি স্পর্শপূর্বক—“এতস্মৈ বং মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চনা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে পুনরায় গন্ধপুষ্প দিয়া—“এষ মাষভক্তবলি ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতা প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহস্ত ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৌ বলিভিস্তপিতা স্তুতা। দেশাদম্মাদ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্ ॥” অতঃপর কিছু শ্বেত সরিষা অভাবে আতপ তণ্ডুল লইয়া “ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া চারিদিকে বিকিরণ করিতে করিতে মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ। ভূতানামবিরোধেন দূর্গাপূজাং করোম্যহম্ ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্ত তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেন তাড়িতাঃ ॥” অতঃপর “ফট্” মন্ত্রে চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। অতঃপর “হুং” মন্ত্রে পূজাস্থান অবলোকনপূর্বক “ফট্” মন্ত্রে পূজাস্থান কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া ভূমিতে “ক্লীং” মন্ত্র লিখিবেন। অতঃপর দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডুষ জল লইয়া মুষ্টিবদ্ধ করতঃ জল নিঃসৃত হইলে—“ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা।” মন্ত্রে সেই জলদ্বারা ভূমি শোধন করিবেন। অতঃপর—“ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা।” মন্ত্রে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল ও তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া “ওঁ ক্লীং কামরূপায় নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া তদুপরি আসন পাতিবেন। অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

ওঁ শাস্ত্রপৃষ্ঠা

মম পূজাং গৃহীত ॥” এইরূপে ভূতাদির আবাহনপূর্বক বামহস্ত চিৎ করিয়া উক্ত মাষভক্তবলি স্পর্শপূর্বক—“এতস্মৈ বং মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চনা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে পুনরায় গন্ধপুষ্প দিয়া—“এষ মাষভক্তবলি ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতা প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহস্ত ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৌ বলিভিস্তপিতা স্তুতা। দেশাদম্মাদ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্ ॥” অতঃপর কিছু শ্বেত সরিষা অভাবে আতপ তণ্ডুল লইয়া “ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া চারিদিকে বিকিরণ করিতে করিতে মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ। ভূতানামবিরোধেন দূর্গাপূজাং করোম্যহম্ ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্ত তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেন তাড়িতাঃ ॥” অতঃপর “ফট্” মন্ত্রে চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। অতঃপর “হুং” মন্ত্রে পূজাস্থান অবলোকনপূর্বক “ফট্” মন্ত্রে পূজাস্থান কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া ভূমিতে “ক্লীং” মন্ত্র লিখিবেন। অতঃপর দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডুষ জল লইয়া মুষ্টিবদ্ধ করতঃ জল নিঃসৃত হইলে—“ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা।” মন্ত্রে সেই জলদ্বারা ভূমি শোধন করিবেন। অতঃপর—“ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা।” মন্ত্রে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল ও তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া “ওঁ ক্লীং কামরূপায় নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া তদুপরি আসন পাতিবেন। অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—আসনের নিম্নে ত্রিকোণ মণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।” অতঃপর উভয় হস্তে আসন স্পর্শপূর্বক পাঠ করিবেন। যথা—“অস্য আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথি ত্রয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বং

ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্ ॥” অতঃপর আসনের উপরে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—
“ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা ॥” মন্ত্রে দিয়া—“ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা ॥” মন্ত্রে পুনরায়
বস্ত্রাঞ্চলে ও শিখায় গ্রন্থিবন্ধন করিবেন। অতঃপর গুরুপঙক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপঙক্তি প্রণাম—করযোড়ে (বামে)—“ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমোষ্টি
গুরুভ্যো নমঃ।” (দক্ষিণে)—“ওঁ গণেশায় নমঃ।” (উর্দ্ধে)—“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।” (অধঃ)—“ওঁ অনন্তায় নমঃ।” (পশ্চাৎ)—“ওঁ
ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” (মধ্যে)—“ওঁ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।” অতঃপর করশুদ্ধি করিবেন।

করশুদ্ধি—একটি রক্তবর্ণ পুষ্প উভয় হস্তে পেষণ করিয়া আঘ্রাণ করতঃ “হেঁসৌ” মন্ত্রে
পুষ্পটি স্ববামে ফেলিবেন। অতঃপর ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা “ফট্” মন্ত্রে দশদিক বন্ধন করিবেন।
অতঃপর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে দেবীর আবির্ভাব চিন্তা করিয়া নারাচ মুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ
করিবেন। যথা—“ওঁ পুষ্পকেতু রাজারহতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হুং ॥ ওঁ পুষ্পে পুষ্পে
মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা ॥” মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পোপরি
কুশোদক দিবেন। অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

অথ ভূতশুদ্ধি—“রং” ইতি মন্ত্রেণ জলধারয়া বহিঃপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাক্ষে উভানো করৌ কৃদ্বা
সোহহং ইতি মন্ত্রেণ জীবাধ্যানং হৃদয়স্থদীপকলিকাকারং মূলধারস্থ কুলকগুলিন্যা সহ সুষুম্নাবাণীনি
মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপুরুকানাহত বিশুদ্ধাঙ্গাখ্যষ্টচক্রাণি ভিত্ত্বা শিবোহবস্থিতাধোমুখ



নারাচমুদ্রা

সহস্রদলকমলকর্ণিকাস্তর্গত পরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যন্তেজো বায়ুকাশগন্ধরসরূপস্পর্শ শব্দ নাসিকা-জিহ্বাচক্ষুশ্রব
শ্রোত্রবাক্পানিপাদপায়ুপস্থ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপচতুर्वিংশতিতত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য দক্ষিণ নাসাপুটং ধৃত্বা যমিতি বায়ুবিজং
ধূস্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুন্তকং কৃদ্বা,
বামকৃষ্ণিস্থ কৃষ্ণবর্ণং পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ দক্ষিণনাসাপুটে
“রং” ইতি বহিঃবিজং রক্তবর্ণং ধৃত্বা তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুন্তক
কৃদ্বা কৃষ্ণবর্ণং পাপপুরুষেণ সহ মূলাধারোথিতেন বহিনা দধ্মা, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ
“ঠং” ইতি চন্দ্রবিজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধৃত্বা তস্য ষোড়শবার জপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, নাসাপুটৌ ধৃত্বা যমিতি বরুণবিজস্য
চতুঃষষ্টিবার জপেন কুন্তকং কৃদ্বা তস্মাল্ললাটস্থচন্দ্রাদগলিতসুধয়া মাতৃবর্ণাভিক্রিয়া সমস্তদেহ বিরচ্য লমিতি পৃথিবীজস্য দ্বাত্রিংশ-
দ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবাধ্যানং স্বস্থানে সংস্থাপ্য কুণ্ডলিনীং
পৃথিব্যাাদিনী যথাস্থানে সংস্থাপয়েৎ দেবরূপমাত্মানং চিনতয়েৎ ॥”—ইতি বৃহৎ ভূতশুদ্ধি।

বৃহৎ ভূতশুদ্ধি সম্ভব না হইলে সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি করিবেন।

সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি—নিম্নলিখিত মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠপূর্বক দেবতা চিন্তা করিলেই সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি হয়। মন্ত্র চতুষ্টয় যথা—“ওঁ
মূলশৃঙ্গাটচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোময় শোময়
স্বাহা ॥২॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাট মুক্তসোমস জুল জুল প্রজুল পজুল
সোহহং হংসঃ স্বাহা ॥৪॥” অতঃপর প্রাণায়াম করিবেন।

* প্রাণায়াম—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া “ওঁ” অথবা মূলমন্ত্র (ওঁ দূং ওঁ) ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ুপূরণ করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকার দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করিয়া বায়ুরুদ্ধ করিয়া “ওঁ” অথবা মূলমন্ত্র (ওঁ দূং ওঁ) প্রথমবারের চারিগুণ অর্থাৎ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুন্তক করিবেন। অতঃপর দক্ষিণ নাসা হইতে অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া “ওঁ” বা মূলমন্ত্র (ওঁ দূং ওঁ) দ্বাত্রিংশবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুটদ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ু ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। বামহস্তের কররেখায় জপসংখ্যা রাখিবেন। এইরূপে পুনরায় বিপরীতক্রমে—অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে পূর্ববৎ জপ করিতে করিতে পূরক এবং উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া কুন্তক এবং শেষে রেচক করিবেন। অতঃপর পুনরায় প্রথমবারের ন্যায় নাসাপুট ধারণপূর্বক ক্রমানুযায়ী পূরক, কুন্তক এবং রেচক করিবেন। প্রাপ্ত সংখ্যা জপ করিতে অসমর্থ হইলে, যথাক্রমে—ষোড়শবার স্থলে আটবার, চতুঃষষ্টিবার স্থলে দ্বাত্রিংশবার এবং দ্বাত্রিংশবার স্থলে ষোড়শবার, ইহাতেও অসমর্থ হইলে চারবার, ষোড়শবার এবং আটবার জপ করিবেন। তিনবার এইরূপ করিলে একবার প্রাণায়াম হয়। অসামর্থ পক্ষে একবার করিলেও সিদ্ধ হয়।

আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা—পূজক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার দ্বারা আপন হৃদয় স্পর্শপূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ।

* সমস্ত কার্যেই প্রাণায়াম অবশ্য কর্তব্য। প্রাণায়াম ব্যতীত মন্ত্র জপ এবং পূজাদির অধিকার হয় না। শ্যামারহস্য প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে—অগ্নি প্রাণায়াম করিয়া তৎপরে ভূতশুদ্ধি করিবেন। আবার তন্ত্রকার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে কথিত আছে অগ্নি ভূতশুদ্ধি করিয়া পরে প্রাণায়াম করিবেন। বস্তুতঃ এই ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে যে কোন মত অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলেই ফলসিদ্ধি হইবে। কারণ স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলা হইয়াছে—“পূজা তু বিবিধা প্রোক্তা তাদেক তমমাত্মসংগে।”

শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহস্থিতানি।” অতঃপর ন্যাসাদি ক্রিয়া করিবেন।

মাতৃকান্যাস—“অস্ম্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হ্রোঁ বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।” শিরসি—“ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।” মুখে—“ওঁ গায়ত্রৌ ছন্দসে নমঃ।” হৃদি—“ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যে দেবতায়ৈ নমঃ।” ওহে—“ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ।” পাদয়ো—“ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।” সর্বাঙ্গে—“ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।”

করন্যাস—“ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঙ্রং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং করতলপৃষ্ঠে, গ্র্যাং অস্ত্রায় ফট্।”

অঙ্গন্যাস—“ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঙ্রং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঐং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং অস্ত্রায় ফট্।”

অন্তর্মাতৃকান্যাস—“ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজো তালুমূলে ললাটে। দ্বৈপত্রে ষোড়শারে দ্বাদশদশদলে দ্বাদশার্কে চতুষ্কে ॥ বাসান্তে বালমধ্যে ড-ফ-ক-ঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং। হং ক্ষং তদ্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি ॥ ওঁ অং আং ইং ঙ্রং উং উং ঋং ঋং ৯ং ৯ং এং ঐং ওং ঔং অং ইতি কণ্ঠে। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ইতি হৃদয়ে। ওঁ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ইতি নাভৌ। ওঁ বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে। ওঁ বং শং ষং সং ইতি মূলাধারে। ওঁ হং ক্ষং ইতি ভ্রুমধ্যে।”

বাহ্যমাতৃকান্যাস—“ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃ পঞ্চাধাবক্ষস্থলাম্। ভাস্বম্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্ ॥

মূদ্রামক্ষণং সুধাত্য কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাস্বজৈর্বিজ্ঞাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥ অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঙং নমঃ (চক্ষুঃ), উং উং নমঃ (কর্ণয়োঃ), ঋং ঋং নমঃ (নাসাঃ), ৯ ৯ং নমঃ (গণ্ডয়োঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওঁ নমঃ (উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), অং নমঃ (মস্তকে), অং নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), খং নমঃ (কূপরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুলাগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূপরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুলাগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোক্তমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (ওল্ফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুলাগ্রে), তং নমঃ (বামোক্তমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (ওল্ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুলাগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষকক্ষে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামকক্ষে), শং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণ হস্তে), ষং নমঃ (হৃদাদি বামহস্তে), সং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণপাদে), হং নমঃ (হৃদাদি বামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদ্যুদরে), ক্ষং নমঃ (হৃদাদি মুখে)।”

সংহারমাতৃ কান্যাস—“ওঁ অক্ষয়জং হরিণপোতমুদগ্‌টকং, বিদ্যাং কবৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমতন্তনভার নমাম্ ॥ ক্ষং নমঃ (হৃদাদি মুখে), লং নমঃ (হৃদাদি জঠরে), হং নমঃ (হৃদাদি বামপাদাগ্রে), সং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণপাদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদাদি বামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণকরাগ্রে), বং নমঃ (বামকক্ষে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণকক্ষে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভৌ), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদাঙ্গুলাগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (ওল্ফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামপাদমূলে), ণং নমঃ (দক্ষিণপাদাঙ্গুলাগ্রে), চং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (ওল্ফে), টং নমঃ (জানুনি), ঠং নমঃ (দক্ষিণপাদমূলে), ঞং নমঃ (বামকরাঙ্গুলাগ্রে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ

২ (বামমণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূপরে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ঙং নমঃ (দক্ষিণকরাঙ্গুলাগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (দক্ষমণিবন্ধে), খং নমঃ (কূপরে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), অং নমঃ (মুখে), অং নমঃ (মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), ওঁ নমঃ (উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ৯ং নমঃ (বামগণ্ডে), ৯ং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ঋং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঋং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), উং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঙং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), অং নমঃ (ললাটে)।

পীঠন্যাস—হৃদয়ে—“ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।” দক্ষিণকক্ষে—“ওঁ ধর্মায় নমঃ।” বামকক্ষে—“ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।” বামোক্তমূলে—“ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।” দক্ষিণোক্তমূলে—“ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ।” মুখে—“ওঁ অধর্মায় নমঃ।” বামপার্শ্বে—“ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ।” নাভৌ—“ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ।” দক্ষিণপার্শ্বে—“ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ।” পুনর্হৃদয়ে—“ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ সং সত্যায় নমঃ। ওঁ রং রজসে নমঃ। ওঁ তং তমসে নমঃ। ওঁ আং আত্মনে নমঃ। ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ। ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ওঁ আং প্রভাত্যৈ নমঃ। ওঁ ঙং মায়্যৈ নমঃ। ওঁ উং জয়্যৈ নমঃ। ওঁ এং সৃষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং বিশুদ্ধ্যৈ নমঃ। ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ। ওঁ ঔং সুপ্রভাত্যৈ নমঃ। ওঁ অং বিজয়্যৈ নমঃ।” মধ্যো—“অং সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।” তদুপরি—“ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হং ফট্‌ নমঃ ॥”

ঋষ্যাদিন্যাস—“অস্যা শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গামন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা হ্রীং বীজং দূং শক্তি স্বাহা কীলকং পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি—“ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ।” মুখে—“ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ।” হৃদি—“ওঁ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।” ওহে—“ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ।” পাদয়োঃ—“ওঁ দূং শক্তয়ে নমঃ।” সর্বাঙ্গে—“ওঁ স্বাহা কীলকায়

নমঃ।" অতঃপর মূলমস্ত্রে করাজন্যাস করিবেন।

মূলমস্ত্রে করন্যাস—“ওঁ দাং অসুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ। ওঁ দৌং তত্নীভ্যাম্ স্বাহা। ওঁ দুং মধ্যমাভ্যাম্ বমট্। ওঁ দৈং অনামিকাভ্যাম্ হুং। ওঁ দৌং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌমট্। ওঁ দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্॥”

মূলমস্ত্রে অঙ্গন্যাস—“ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ দৌং শিরসে স্বাহা। ওঁ দুং শিখায়ৈ বমট্। ওঁ দৈং কবচায় হুং। ওঁ দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌমট্। ওঁ দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্॥”

ব্যাপকন্যাস—গন্ধপুষ্পদ্বারা প্রণবপুটিত মূলমস্ত্র (ওঁ দুং ওঁ) পাঠ করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত, এবং পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তৎপরে নাভি হইতে উদর পর্য্যন্ত উভয় হস্তদ্বারা সাতবার, পাঁচবার অথবা কমপক্ষে তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবেন। তৎপরে তত্ত্বন্যাস করিবেন।

তত্ত্বন্যাস—সচন্দন পুষ্প লইয়া—“ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা।” মস্ত্রপাঠপূর্বক পাদদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত, “ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা।” মস্ত্রে নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং “ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা।” মস্ত্রে হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন। অতঃপর বীজন্যাস করিবেন।

বীজন্যাস—গন্ধপুষ্পদ্বারা যথাস্থান স্পর্শ করিবেন। যথা—(ব্রহ্মরন্ধ্রে)—“ওঁ দুং নমঃ।” (ললাটে)—“ওঁ দুং নমঃ।” (নাভী)—“ওঁ হুং নমঃ।” (ওহে)—“ওঁ হুং নমঃ।” (মুখে)—“ওঁ হ্রীং নমঃ।” (সর্বাপে)—“ওঁ হ্রীং নমঃ।” অতঃপর বর্ণন্যাস করিবেন।

বর্ণন্যাস—সচন্দন পুষ্প লইয়া যথাস্থান স্পর্শ করিবেন। যথা—(হৃদয়ে)—“ওঁ অং আং ইং ঐং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ৯ং নমঃ।” (দক্ষিণবাহু)—“ওঁ এং ঐং ওং ঔং অং কং খং গং ঘং নমঃ।” (বামবাহু)—“ওঁ ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ।” (দক্ষিণপাদে)—“ওঁ ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ।” (বামপাদে)—“ওঁ মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।”

ঘোটান্যাস (সংক্ষেপ)—একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া যথাস্থান স্পর্শ করিবেন। যথা—(মস্তকে)—“ওঁ নমঃ।” (মূলাধারে)—“স্রীং নমঃ।” (লিঙ্গে)—“এং নমঃ।” (নাভিতে)—“দুং নমঃ।” (হৃদে)—“ঐং নমঃ।” (কণ্ঠে)—“ক্লীং নমঃ।” (জবমধ্যে)—“শ্রৌং নমঃ।” (দক্ষিণবাহুতে)—“ওঁ নমঃ।” (বামবাহুতে)—“শ্রীং নমঃ।” (দক্ষিণপাদে)—“হ্রীং নমঃ।” (বামপাদে)—“ক্লীং নমঃ।” (পৃষ্ঠে)—“ত্রৌং নমঃ।” অনন্তর তস্ত্রোক্ত ঘটস্থাপন করিবেন।

ঘটস্থাপন বিধি—প্রতিমার সম্মুখস্থ ভূমিতে পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা সর্বতোভদ্রমণ্ডল অথবা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া, তদুপরি মৃত্তিকা ও ধান্য অভাবে পঞ্চাঙ্গ দিয়া তদুপরি ঘট বসাইবেন। অতঃপর ঘট জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে সিদ্ধি ও পঞ্চরত্ন দিবেন। ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব—আম্র, কাঁঠাল, বট, অশ্বথ ও বকুল (মতান্তরে—আম্র, কাঁঠাল, বট, কদবেল ও বকুল) দিয়া তদুপরি একসরা আতপ তণ্ডুল দিয়া, তদুপরি সশীষ ডাব বসাইয়া বস্ত্র বা গামছা দ্বারা আচ্ছাদন দিবেন। অতঃপর সিদ্ধুর দিয়া ঘটের উপর পুষ্প, বিল্বপত্র, দুর্বাশ্রুতাদি দিয়া, ঘটস্থাপন মন্ত্রাদির দ্বারা ঘটস্থাপন করিবেন।

ঘটস্থাপন মন্ত্র—“ক্লীং” মস্ত্রে কুশোদক দ্বারা ঘট প্রোক্ষণ করিবেন। “ঐং” মস্ত্রে পুনরায় কুশোদক দিবেন। “হ্রীং” মস্ত্রে ঘটস্থাপন, “হ্রীং” মস্ত্রে ঘট জলপূর্ণ করিবেন। অতঃপর ঘটস্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। হু দা প্রসবণা পুণ্যাঃ স্বর্গপাতাল ভূগতাঃ। সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্ত সন্নিধিम्॥” অতঃপর পল্লব স্পর্শপূর্বক পাঠ করিবেন—“শ্রীং।” এইক্রমে—“হুং” মস্ত্রে ফল। “স্রীং” মস্ত্রে স্থিরীকরণ। “রং” মস্ত্রে সিদ্ধুর, “যং” মস্ত্রে পুষ্প, “দুং” মস্ত্রে দুর্বা দিয়া, “ওঁ” মস্ত্রে কুশোদক দ্বারা ঘট পুনরায় প্রোক্ষণ করিবেন।

ঘটস্থাপন পূর্বক পূজক রক্তচন্দন ও সিদ্ধুরাদি দ্বারা নিজ ললাটে ত্রিপুণ্ড্র বা উর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া পুনরায় আচমন করিবেন। যথা—“ওঁ হ্রীং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা॥” অতঃপর কাণুরোপণ ও সূত্রবেষ্টন করিবেন।

কাণুরোপন—কাণ্ড অর্থাৎ তীরকাঠি স্পর্শে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী পরুম পরুমস্পরি। এবানো

দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ ॥”

সূত্রবেষ্টন—“ওঁ সূত্রমানং পৃথিবীং দ্যামনৈহসং সুশর্মাণ মদিতিং। সুপ্রনীতিং দৈবীং নাবং স্বরিত্রা মনাগমস্রবন্তী মাংরুহেমা স্বত্তয়ে ॥” অতঃপর গণেশাদির আবাহনপূর্বক যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

গণেশাদির পূজা—আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু ॥” এইরূপে আবাহনপূর্বক—“ওঁ গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ গাং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ গং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ গৌং অনামিকাভ্যাং হ্রং, ওঁ গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ গং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ॥” এইরূপে করন্যাস করিয়া অঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—“ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ গাং শিরসে স্বাহা, ওঁ গং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ গৌং কবচায় হ্রং, ওঁ গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ গং অস্ত্রায় ফট্ ॥” অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্প-বিল্বপত্রাদি লইয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্। প্রসাদমদগন্ধলুপ্তমধূলব্যালোল গণ্ডস্থলম্ ॥ দণ্ডাঘাত বিদারিতারি ঋষিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং। বন্দে শৈলসূতাসূতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্। (কর্মসু) ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোহর্ঘ্যঃ) ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ইদং স্নানীয়ং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ পুষ্পঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতন্মৈবেদ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতৎ তাম্বুলং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ ॥” মস্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণাকুণাঃ। বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণব ॥”

সূর্য্যের পূজা—পূর্বের ন্যায় আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভগবদেব সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি। অতঃপর “সাং”

৫

৫

ইত্যাদি মস্ত্রে করাজন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রায় রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিদ্ধুং, ভানুং সমস্ত জগত মধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাজেঃ, মাগিক্য মৌলিমরুণাস্রুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥” এইরূপে ধ্যানান্তে পূর্ববৎ “ওঁ সাং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥” মস্ত্রে সাধ্যমত উপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। স্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাচরম্ ॥”

বিষ্ণুপূজা—পূর্বের ন্যায় আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবান বিষ্ণু ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি। অতঃপর “ওঁ” মস্ত্রে করাজন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রাযোগে শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ ধ্যেয় সদা সবিত্তমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ, সরসিজাসন সন্নিবিস্তে কেয়ূরবান্। কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী, হিরণ্ময় বপুর্ধত শঙ্খচক্রঃ ॥” অতঃপর সচন্দন তুলসীপত্র লইয়া—“এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ॥” মস্ত্রে শালগ্রামে সচন্দন তুলসীপত্র দিয়া—“ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” মস্ত্রে সাধ্যমত উপচারাদির দ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র—“নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

শিবপূজা—পূর্ববৎ আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবান শিব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মস্ত্রে আবাহনপূর্বক, করাজন্যাস করিবেন। যথা—“ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হ্রং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, যং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ॥” “ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হ্রং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, যং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ॥” এইরূপে করাজন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রাযোগে পুষ্পাদি লইয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং। রত্নাকল্লোজলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং ॥ পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃষ্টিং বসানং। বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥” ধ্যানান্তে পুষ্প দিয়া একটি

সচন্দন বিলপত্র লইয়া—“এতৎ সচন্দন বিলপত্রম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।” মস্ত্রে ঘটে দিয়া—“ওঁ নমঃ শিবায়।” মস্ত্রে উপচারাদি দ্বারা পূজা করিয়া পরে অষ্টমূর্তির পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বায ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ।” এইরূপে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শক্তিমধ্যে দুর্গায়ৈ নমঃ।” এইরূপে পূজাপূর্বক অঙ্গুষ্ঠ অনামিকাযোগে গালবাদ্য করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্ত্বানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ। মহাদেব মহাত্মানং মহাযোগী মহেশ্বরঃ॥ মহাপাপ হরণ দেব ম-কারায় নমো নমঃ॥”

দুর্গাপূজা—পূর্ববৎ “ওঁ দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মস্ত্রে আবাহন করিয়া “ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি মস্ত্রে করন্যাস এবং “ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ” মস্ত্রে অঙ্গন্যাসপূর্বক কূর্মমুদ্রাযোগে জবাপুষ্প ও বিলপত্র লইয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ কালাত্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল ভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং। শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিক্রুতাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং। ধ্যায়েদুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিংশ পরিবৃত্তাম্ সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥” ধ্যানান্তে পুষ্পাদি ঘটে দিয়া পূর্ববৎ “ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ” মস্ত্রে উপচারাদির দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ সর্ব-মঙ্গলে মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে॥”

অগ্নিপূজা—পূর্ববৎ “ওঁ অগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মস্ত্রে আবাহন করিয়া “ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি মস্ত্রে করন্যাস এবং “ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ” মস্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ পিঙ্গলশ্রীকেশাঙ্কঃ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষ্যসূত্রোয়ি সপ্তার্চিঃ শক্তিদারকঃ॥” ধ্যানান্তে পুষ্পটি ঘটে দিয়া “ওঁ অগ্নয়ে নমঃ” মস্ত্রে উপচারাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমুদ্বিজং হোতারং

রত্নধাতমম্। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যাদাতয়ে নিহোতা সৎসি বহিষি॥ *

অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুদেবতায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে কুলদেবদেবীভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ইষ্টদেবতায়ৈ (দেবো বা) নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রত্যক্ষ দেবদেবীভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে সর্বভ্যো দেবদেবীভ্যো নমঃ।” অতঃপর পীঠপূজা করিবেন।

পীঠপূজা—সর্বভোভদ্রমণ্ডল বা অষ্টদল পদ্মের উপর পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ।” অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা পীঠদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিরুধ্যাক্ষম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” এইরূপে আবাহনপূর্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ প্রকৃত্যে নমঃ, অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।”

* উপরোক্ত ছয়টি দেবতার পূজা ব্যতিরেকে পূজায় অধিকার জন্মে না। প্রমাণম্—“গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহিঃ বিষ্ণুং শিবং শিবাং। সং পূজা দেবষট্কঞ্চ সৌধিকারী চ পূজনে॥” অর্থাৎ—গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং দুর্গা। এই ছয় দেবতা পূজা করিলে তাহার পূজায় অধিকার জন্মে।

“গণেশং বিঘ্ননাশায় নিষ্পানায় দিবাকরং। বহিঃ শুদ্ধায় বিষ্ণুঞ্চ মুক্তয়ে পূজয়েন্নরঃ॥ শিবং জ্ঞানায় জ্ঞানেশং শিবাক্ষং বুদ্ধিবুদ্ধয়ে। সং পূজা তান লভো প্রাজ্ঞো বিপরীতমতোহন্যথা॥”—ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ডে ৮ম অধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ বিঘ্ননাশ জন্য গণেশের, পাপস্বাচলন নিমিত্ত সূর্য্যের, শুদ্ধির জন্য অগ্নির, মুক্তিনাভ্যর্থ বিষ্ণুর, জ্ঞানের নিমিত্ত শিবের এবং ঐশ্বর্য্যাদি বুদ্ধির জন্য দুর্গার পূজা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ করেন, ইহাতে কোনও অনামত নাই। দশোপচারে পূজা করিতে অসামর্থ্য হইলে—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অগ্নাদি কোণচতুষ্টয়ে—“ও ধর্মায় নমঃ।” বামক্ষক্ষে—“ও জ্ঞানায় নমঃ।” বামোক্ষমূলে—“ও ধর্মায় নমঃ।” দক্ষিণোক্ষমূলে—“ও ঐশ্বর্যায় নমঃ।” সুখে—“ও অধর্মায় নমঃ।” বামপার্শ্বে—“ও অজ্ঞানায় নমঃ।” নাভৌ—“ও অবৈরাগ্যায় নমঃ।” দক্ষিণপার্শ্বে—“ও নৈশ্বর্যায় নমঃ।” মধ্যো—“ও অনন্তায় নমঃ, ও পং পদ্মায় নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ, ও মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ, ও সং সত্বায় নমঃ, ও রং রজসে নমঃ, ও তং তমসে নমঃ, ও আং আত্মানে নমঃ, ও অং অন্তরাত্মানে নমঃ, ও পং পরমাত্মানে নমঃ, ও হ্রীং জ্ঞানাত্মানে নমঃ, ও আং প্রভায়ৈ নমঃ, ও ঙ্রং মায়ায়ৈ নমঃ, ও উং জয়ায়ৈ নমঃ, ও ঞং সৃষ্ট্রায়ৈ নমঃ, ও ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ও ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ও ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ও বিজয়ায়ৈ নমঃ।” মধ্যো—“ও অং সবিসুদ্ধিদায়ৈ নমঃ।” তদুপরি—“ও বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হং ফটং নমঃ॥” অতঃপর করাস্ত্যাস করিবেন।

করন্যাস—“ওঁ হ্রাং অসূষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তজনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ক্লৃং মধ্যমাভ্যাং বযট্। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হং। ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।”

অঙ্গন্যাস—“ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বৃষট্। ওঁ হ্রৌং কবচায়
হ্রং। ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।” অতঃপর কূর্মমুদ্রায় সচন্দন পুষ্প-বিষ্পত্রাদি
লইয়া স্থানান্ত্রে মানসোপচারে পূজা করিবেন।

শ্যান—“ওঁ সিরহস্কাধিকৃতাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ । চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযন্তোপবীতিনীম্ ॥
 শঙ্খশার্দ্র সমায়ুক্তো বামপাণিদয়াব্রিতাম্ । চক্রাঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়তীঞ্চ দক্ষিণে ॥ রক্তবস্ত্র
 পরীধানাং বালার্কসদৃশী তনুম্ । নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং সর্বসিদ্ধিদাম্ ॥ ত্রিবলী বলয়োপেতাং



कर्ममुद्रा

নাভিনাল মৃণালিনীম্। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়িত্বাং ভবগেহিনীম্ (ভবসুন্দরীম্) ॥”
 ধ্যানান্তে পুষ্পটি স্বমস্তকে দিয়া মানসপূজা করিবেন।

অথ মানসপূজনং—হৃৎপদ্মাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদাং চরণয়োৰ্দদ্যাৎ মনস্তুৰ্ঘ্যাং নিবেদয়েৎ॥ তেনামৃতেনাচমনীয়ং
মানীয়ং তেন চ স্মৃতং। আকাশতত্ত্বং বস্তু স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকং॥ চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ
দীপার্থং নৈবেদ্যাং স্যাৎ সুধানুধিঃ। অনাহতক্ষনি ঘট্টা বায়তত্ত্বঞ্চ চামরং। সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকং॥ নৃত্যমিন্দ্রিয়
কৰ্ম্মাণি চাক্ষলং মনসস্তথা॥

অসার্থ—স্বহৃদয়ে উভয় হস্ততালু রাখিয়া চিন্তা করিবেন যে, আমার হৃৎপদ্ম দেবীর আসন। সেই পদ্মনির্গত সুধাধারা দেবীকে পাদ্য, মন দেবীর অর্ঘ্য, পদ্মনিঃসৃত অমৃত দেবীকে আচমনীয় এবং স্নানীয়, দেহরূপ আকাশ বস্ত্ররূপে, নিজ কর্মসকল গন্ধরূপে, চিত্ররূপে পুষ্প ও ধূপরূপে, আপন তেজ দীপরূপে, সহস্রারচ্যুত সুধাধারা নৈবেদ্য, অনাহত ক্ষণি ঘণ্টা বায়ুতত্ত্ব চামর, সহস্রার চক্র ছত্র, শব্দতত্ত্ব গীত-বাদ্য, ইন্দ্রিয়-কর্মসকল নৃত্য। এইরূপ চিন্তাপূর্বক দেবী পাদপদ্মে অর্পণ করাই মানসপূজা। অতঃপর বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্থ্য স্থাপন—স্ববামে জলদ্বারা ভূমিতে নিম্নমুখে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন করিবেন। অতঃপর “ফট্” মস্ত্রে শঙ্খপাত্র প্রক্ষালনপূর্বক ত্রিপদিকার উপরে স্থাপন করিবেন। “নমঃ” মস্ত্রে ঐ শঙ্খপাত্রে গন্ধ-পুষ্প-দূর্বা-আতপ চাউল ও বিদ্বপত্র দিবেন। অতঃপর কুশীতে জল লইয়া (দুঃ) মূলমন্ত্র সহ বিলোমমাতৃকা মস্ত্রে শঙ্খপাত্রে জল দিবেন। যথা—
“ওঁ দুঃ ক্ষঃ লং হং সং মং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং গং চং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং ঙং কং অং অং ঔং ওং ঐং এং ঞং ণং ঞং ঞং উং উং ঙং ইং আং অং দুঃ।” মস্ত্রে শঙ্খের ত্রিভাগ পূরণ করিবেন। অতঃপর পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ।” মস্ত্রে ত্রিপদিকায় গন্ধপুষ্প দিবেন। পুনরায় গন্ধপুষ্প

লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ।” মস্ত্রে শব্দে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ।” মস্ত্রে শব্দে জলে গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিবেন। অতঃপর শব্দে গন্ধপুষ্পদ্বারা দেবীর ষড়ঙ্গপূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দীং শিরসে স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দং শিখায় বসট্। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দৈং কবচায় হং। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দঃ অস্ত্রায় ফট্।” অতঃপর অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা শব্দজলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥” অতঃপর নিজহৃদয় হইতে শব্দপাত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দুর্গে দেবী ইহাবহ, ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধেহি, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু।” এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আবাহন করিবেন। অতঃপর “হং” মস্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা, (পৃঃ ১৫) “বসট্” এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আবাহন করিবেন। অতঃপর “হং” মস্ত্রে পাঠ করিয়া শব্দজল অবলোকন করিয়া, মস্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক পুনরায় ‘বৌষট্’ মস্ত্রে পাঠ করিয়া শব্দজল অবলোকন করিয়া, অস্ত্রমুদ্রায় সংরক্ষণপূর্বক—“ওঁ দং জগদ্গাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ।” মস্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প শব্দপাত্রে দিয়া মৎস্যমুদ্রা (পৃঃ ১৫) দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক “দং” মূলমস্ত্রে শব্দোপরি দশবার জপপূর্বক “বং” মস্ত্রে ধেনুমুদ্রায় (পৃঃ ১৫) অমৃতীকরণ করিয়া “দং” মস্ত্রে কিঞ্চিৎ বিশেষার্থের জল কোশায় দিয়া সেই জলদ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণ সমূহ অভ্যক্ষণ করিবেন। অতঃপর আবাহন করিবেন।



গালিনীমুদ্রা

আবাহন—কর্মমুদ্রাযোগে সচন্দনপুষ্প বিল্বপত্রাদি লইয়া দেবীর ধ্যান (৩০) পূর্বক (দং) মূলমস্ত্রে উচ্চারণ করিয়া পুষ্পে দেবীর অবস্থান চিন্তা করিয়া পুষ্প-বিল্বপত্রাদি ঘটে দিবেন। অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দেবীর আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ সাযুধবাহন পরিবার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহনী মুদ্রা), ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ (স্থাপনী মুদ্রা), ইহসন্নিধেহি (সন্নিধাপনী মুদ্রা), ইহসন্নিধেহি (সন্নিধাপনী মুদ্রা), অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (সম্মুখীকরণ মুদ্রা)।” অতঃপর “হং” মস্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা (১৫) প্রদর্শনপূর্বক (দং) মূলমস্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—“ওঁ দং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ দং শিরসে স্বাহা। ওঁ দং শিখায় বসট্। ওঁ দং কবচায় হং। ওঁ দং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ দং অস্ত্রায় ফট্।” অতঃপর “বং” মস্ত্রে ধেনুমুদ্রা (১৫) ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া করমোড়ে আবাহন মস্ত্রে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে। যাবদ্ব্যং পূজয়িষ্যামি তাবদ্ব্যং সুস্থিরা ভব ॥” অতঃপর পুনরায় (দং)



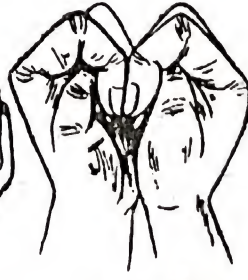
আবাহনীমুদ্রা



স্থাপনীমুদ্রা



সন্নিধাপনীমুদ্রা



সন্নিধাপনীমুদ্রা



সম্মুখীকরণমুদ্রা



পরমীকরণমুদ্রা

মস্ত্রে কবচান্যাসক্রমে প্রতিমাতে মড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—“ওঁ দৃং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ দৃং তজ্জনিভ্যাং স্বাহা। ওঁ দৃং মধ্যমাভ্যাং বমট্। ওঁ দৃং অনামিকাভ্যাং হং। ওঁ দৃং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌমট্। ওঁ দৃং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং দ্বায় ফট্॥” “ওঁ দৃং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ দৃং শিরসে স্বাহা। ওঁ দৃং শিখায় বমট্। ওঁ দৃং কবচায় হং। ওঁ দৃং নেত্রত্রয়ায় বৌমট্। ওঁ দৃং অস্ত্রায় ফট্।” অনন্তর ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা (১৫) প্রদর্শন করিয়া চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

চক্ষুর্দান—বিল্বপত্রে ঘৃতদ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করিয়া কুশের অগ্রভাগ দ্বারা কজ্জল গ্রহণ করিয়া অগ্নে দেবীর উর্দ্ধনেত্রে, পরে বামনেত্রে, তৎপরে দক্ষিণনেত্রে মস্ত্র পাঠপূর্বক চক্ষুর্দান করিবেন। যথা, উর্দ্ধনেত্রে—“ওঁ কয়া নশিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥” বামনেত্রে—“ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষগম্। ভবা রাজস্য সঙ্গথে॥” দক্ষিণনেত্রে—“ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যায়ৈ। আ প্রা দ্যাভা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তুশ্বশচ॥”

অতঃপর দেবীবাহনসিংহের প্রথমে দক্ষিণনেত্রে পরে বামনেত্রে চক্ষুর্দান করিবেন। দক্ষিণনেত্রে—“ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যায়ৈ। আ প্রা দ্যাভা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তুশ্বশচ॥” বামনেত্রে—“ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষগম্। ভবা রাজস্য সঙ্গথে॥” অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—কুশ ও পুষ্পাদি লইয়া দেবী প্রতিমার মস্তকে মূলমস্ত্র (দৃং) একশত আটবার জপ করিবেন। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দেবীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া মস্ত্রপাঠপূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যথা—“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহস্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ বাহ্মনশ্চক্ষুস্তক্শোত্রপ্রাণপ্রাণা

ইহাসত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥” অতঃপর লেলিহানমুদ্রায় প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া মস্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ মনোজ্যোতির্ভূষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোহ্রিস্তং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠা। ওঁ অসৌ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অসৌ প্রাণা ক্ষরন্তু চ। অসৌ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা॥ ওঁ হংসঃ শুচিরদ্বসুরন্তরিক্ষ সন্ধোতা বেদিসদতিথিদুরোগসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসহ্যোমসদজ্ঞা গোদা ঋতজা ঋতং বৃহৎ॥ ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুং স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠা। অস্যোরুশু বিক্রমণেশ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু, ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। অসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিবকন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাং স্বাহা॥ ওঁ নারায়ণ্যে বিদ্বাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥” অতঃপর দেবীবাহন সিংহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।



লেলিহানমুদ্রা

“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ মহাসিংহস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ মহাসিংহস্য জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ মহাসিংহস্য সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহস্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হংসঃ মহাসিংহস্য বাহ্মনশ্চক্ষুস্তক্শোত্রপ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥” অতঃপর একবার বৈদিক গায়ত্রী জপ করিবেন। অতঃপর প্রধান পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—রক্তচন্দন সহ জবা অথবা রক্তবর্ণ পুষ্প ও বিল্বপত্র কূর্মমুদ্রা দ্বারা লইয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ সিংহস্বন্ধাধিক্রতাং নানালঙ্কারভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং॥ শঙ্খশারঙ্গসমায়ুক্তাবামপাণিদ্বয়ান্বিতাং। চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়তীক্ষ্ণ দক্ষিণে॥ রক্তবস্ত্র পরীধানাং বালার্কসদৃশী তনুং। নারদাদ্যৈর্মুণিগণৈঃ সেবিতাং সর্বসিদ্ধিদাং।

ত্রিভল্লীকায়োপেশতং নাভিনালমুগালিনীং। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসম্মিতি প্রফুল্ল কমলারুঢ়াং ধ্যায়ৈত্যাং ভবগেহিনী-
(ভবসুন্দরী) ॥” এইরূপে ধ্যানান্তে পুষ্পাদি ঘটে দিয়া, সমস্ত উপচার যথাযথ অর্চনা করিয়া দেবীকে নিবেদন করিবেন। রজতাসন—
একটি পাত্রে রজতাসন রাখিয়া—“বৎ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ
করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ও রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে অর্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় বিম্ববে নমঃ।”
মন্ত্রে শালগ্রামে পুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদান্যে ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ।” “সর্বভূতান্তরায়ৈ
সর্বভূতান্তরায়ানে। কল্পয়ামুপবেশার্থং আসনং তে নমো নমঃ ॥ এতৎ রজতাসনং ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ ॥১১॥”
স্বাগতম্—“ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গে স্বাগতম্ সুস্বাগতম্ কুশলং তে। ও দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং যস্য বাঞ্ছন্তি দর্শনম্। স্বাগতং
সুস্বাগতং তে তসৌ তে পরমাত্মনে ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলাঃ ক্রিয়াঃ। স্বাগতং যৎ ত্বয়া যন্মে তপসাং
ফলমাগতম্ ॥২১॥” পাদ্যম্—যথাবিধি শোধন ও অর্চনাতে—“ও যৎপাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাং জগত্রয়ম্। তৎপাদাজ-
প্রোক্ষণার্থং পাদ্যং তে কল্পয়াম্যহম্ ॥ এতৎ পাদ্যম্ ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥৩১॥ অর্ঘ্যম্—যথারীতি পূর্ববৎ
অর্চনাতে—“ও পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎ প্রসাদতঃ। তসৌ সর্বভূতায়ৈ আনন্দার্থং সমর্পয়ে ॥ ইদমর্ঘ্যম্ (যজুঃ
এষোহর্ঘ্যং) ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ স্বাহা ॥৪১॥” আচমনীয়—যথারীতি পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও যদুচ্ছ্রষ্টমপি স্পৃষ্টং
শুদ্ধিমেতাখিলং জগৎ। তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচামং কল্পয়ামি তে ॥ ইদমাচমনীম্ ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ স্বধা ॥৫১॥”
মধুপর্ক—কাংস্যপাত্রে বা রৌপ্যপাত্রে মধু ও দধি রাখিয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও তাপত্রয় বিনাশার্থং
অখণ্ডানন্দহেতবে। মধুপর্কং দদাম্য প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ এষ মধুপর্কঃ ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ স্বধা ॥৬১॥” পুনরাচমনীয়—
কুশীতে জল লইয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও অশুচি শুচিতামেতি যৎস্পৃশ্যাস্পর্শমাত্রতঃ। তস্মিন্তে বদনাভোজে

পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ইদং পুনরাচমনীয়ং ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ স্বধা ॥৭১॥” স্নানীয়—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) জল লইয়া
পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও যন্তেজসা জগদ্ব্যপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ। তসৌ তে জগদাধারে স্নানার্থং তোযমর্পয়ে ॥ ইদং
স্নানীয়ং ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নিবেদয়ামি ॥৮১॥” বস্ত্র—বস্ত্র লইয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও সর্বাভরণহীনায়ৈ
মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে। বাসং তে পরিধানায় কল্পয়ামি নমোহস্ততে ॥ ইদং বস্ত্রম্ ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নিবেদয়ামি ॥৯১॥”
আভরণ—আভরণ দ্রব্য একটি পাত্রে রাখিয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও বিশ্বাভরণভূতায়ৈ বিশ্বশোভকযোনয়ে।
মায়াবিগ্রহভূমার্থং ভূষণানি সসর্পয়ে ॥ ইদমাভরণং ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নিবেদয়ামি ॥১০১॥” সিন্দুর—বিল্বপত্রে
সিন্দুর লইয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও শিরোভূষণসিন্দুরং ভর্তুরায়ুবিবর্ধনম্। সর্বরত্নাধিকং দিব্যং সিন্দুরং
প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতৎ সিন্দুরং ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥১১১॥” গন্ধ—যথারীতি পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—
“ও গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্ট্যা যয়া গন্ধধরা ধরা। তসৌ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥ এষ গন্ধঃ ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ
নমঃ ॥১২১॥” পুষ্প—একটি পাত্রে পুষ্প রাখিয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ বৌষট্ ॥১৩১॥” বিল্বপত্র—
পূর্ববৎ বিল্বপত্রের শোধন ও অর্চনাতে—“ও নারায়ণ্যে বিদ্বাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্
ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥১৪১॥” পুষ্পমাল্য—একটি পাত্রে পুষ্পমালা রাখিয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও
সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসম্মিতম্। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণানন্দ গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ এতৎ পুষ্পমাল্যম্ ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ
নমঃ ॥১৫১॥” ধূপ—বামহস্তের তজনীদ্বারা ধূপের পাত্র স্পর্শ করিয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনাতে—“ও বনস্পতিরসো দিব্যো
গন্ধাচ্চ সুমনোহরঃ। আশ্রয়ে সর্বদেবানাং ধূপো দ্রাণয়ে তেহ পাত্যে ॥ এষ ধূপঃ ও দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নিবেদয়ামি ॥১৬১॥”
মন্ত্র পাঠান্তে সচন্দন পুষ্প লইয়া—“ও জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা ঘণ্টার পূজা করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি

করিতে করিতে দেবীর নাসাঘয়ের উদ্দেশ্যে ধূপ প্রদর্শন করাইবেন। দীপ—প্রজুলিত দীপ লইয়া বামহস্তের তর্জনীদ্বারা স্পর্শ পূর্বক পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনান্তে—“ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতন্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যভাস্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ দীপঃ ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥১৭॥” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ঘণ্টাধ্বনি সহকারে প্রজুলিত দীপ দেবীর দৃষ্টি পর্যন্ত প্রদর্শন করাইবেন। নৈবেদ্য—পূর্ববৎ নৈবেদ্যের শোধনপূর্বক অর্চনান্তে চক্রমুদ্রাদ্বারা অভিরক্ষা করিয়া নৈবেদ্যোপরি মূলমন্ত্র (দৃং) দশবার জপ করিয়া ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া—“ওঁ নৈবেদ্যং স্বাদুসংযুক্তং নানাভক্ষ্যাসমম্বিতম্। নিবেদয়ামি ভক্তেদং জুষস্ব পরমেশ্বরী ॥ ইদং নৈবেদ্যং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নিবেদয়ামি ॥১৮॥” এইরূপে নিবেদন করিয়া “ওঁ অমৃতোপস্তরগমসি স্বাহা।” বলিয়া কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া, পঞ্চপ্রাণমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। যথা—(দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ, কনিষ্ঠা ও অনামিকা যোগে)—“ওঁ প্রাণায় স্বাহা।” (অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনী-মধ্যমা-অনামিকা যোগে)—“ওঁ অপানায় স্বাহা।” (অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমা-অনামিকাযোগে)—“ওঁ উদানায় স্বাহা।” (সর্বাঙ্গুলিযোগে)—“ওঁ ব্যানায় স্বাহা।” অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন—“নিবেদয়ামি ভবতে যুধানেদং হবিঃ শিবে ॥১৮॥ অতঃপর কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া পানীয় জল দিবেন। পানীয়—কপূর মিশ্রিত জল লইয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনান্তে—“ওঁ পানার্থং সলিলং দেবী কপূরাদিসুবাগিতম্। সর্বতৃপ্তিকরং স্বচ্ছংমর্পয়ামি নমোহস্ততে ॥ ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥১৯॥” মন্ত্র পাঠান্তে—“ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।” বলিয়া কিঞ্চিৎ জল দিবেন। পুনরাচমনীয়—কুশীতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনান্তে—“ওঁ অশুচি শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ। তস্মিন্শুভে বদনাভ্রোজে পুনরাচমনীয়কম্ ॥” এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥২০॥” তাম্বুল—পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনান্তে—“ওঁ পৃগকপূরখদিরলবঙ্গৈলাদিসংযুতম্। তাম্বুলং মুখরাগায় কল্পয়ামি নমোহস্ততে ॥ ইদং তাম্বুলং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥২১॥” অতঃপর সবস্ত্র

তৈজসাধার ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বৎ এতস্মৈ সবস্ত্রতৈজসাধার ভোজ্যায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা তিনবার অভ্যক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সবস্ত্রতৈজসাধার ভোজ্যায় নমঃ।” মন্ত্রে ভোজ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” “এতৎ সম্প্রদান্যে ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নিবেদয়ামি ॥২২॥” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবেন। অন্ন—“এতস্মৈ বৎ সম্বতোপকণ অন্নায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনা করিয়া—“ওঁ অন্নং চতুর্বিধং দেবি রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমম্বিতম্। উত্তমং প্রাণদং চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ ইদং অন্নং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নিবেদয়ামি ॥২৩॥” মন্ত্রে নিবেদন করিয়া নৈবেদ্য দানের ন্যায় পঞ্চগ্রাস মুদ্রাদি দেখাইবেন। পরমাণ্ন—“বৎ এতস্মৈ পরমাণ্নায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ গব্যাসর্পিঃ সমাযুক্তং নামামধুসমম্বিতং। ময়া নেবিদিতং ভক্ত্য পায়সং প্রতগৃহ্যতাম্ ॥ ইদং পরমাণ্নং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নিবেদয়ামি ॥২৪॥” নৈবেদ্য দানের রীতিতে নিবেদন করিবেন। পিষ্টক—“বৎ এতস্মৈ পিষ্টকায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ অমৃতোঃ রচিতং দিব্যং নামাক্রপবিনির্মিতম্। পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ ইদং পিষ্টকং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নিবেদয়ামি ॥২৫॥” ফলমূলদি নৈবেদ্য—“বৎ এতস্মৈ খণ্ডফলমূলদি নৈবেদ্যায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ ফলমূলানি সর্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধ সুগন্ধীনি গৃহ দেবি মমাচিরম্ ॥ ইদং খণ্ডফলমূলাদিনৈবেদ্যং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥২৬॥” নেত্রাঞ্জল—“বৎ এতস্মৈ নেত্রাঞ্জলয় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ নমস্তে সর্বদেবেশে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। চক্ষুষামঞ্জরং হৃদ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ইদং নেত্রাঞ্জলং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ ॥২৭॥” শঙ্খাভরণ—“বৎ এতস্মৈ শঙ্খাভরণায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ মহোদধিসমুদ্ভূতাঃ সর্বদেবী প্রিয়াঃ সদা। ময়া নেবিদিতাঃ শঙ্খবলয়া ভূষণায়তে ॥ ইদং শঙ্খাভরণং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥২৮॥” সিন্দুর—“বৎ এতস্মৈ সিন্দুরায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ রঞ্জনং সর্বলোকানাং ক্রিয়া পরময়া যুতম্। সিন্দুর তিলকং তেহস্তে ললাটতট মণ্ডলম্ ॥ ইদং সিন্দুরং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥২৯॥” লৌহাভরণ—“বৎ

এতস্মৈ লৌহাভরণায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্বাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ॥ ইদং লৌহাভরণম্ ওঁ দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥৩০॥” রচনা—“বং এতস্মৈ রচনায়ৈ নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ নানাফল সমায়ুক্তং নানাবর্ণ প্রপূরিতম্। রচনাতে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ এবা রচনাঃ ওঁ দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥৩১॥” লঙ্কুক—“বং এতস্মৈ লঙ্কুকায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ লঙ্কুকং ষড়্রসৈর্যুক্তং দুক্ষখণ্ডাদি নির্মিতম্। সুমিষ্টং মধুরং দেবি গৃহ্যতাং পরমেশ্বরী ॥ ইদং লঙ্কুকং ওঁ দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥৩২॥” মোদক (মুড়কী)—“বং এতস্মৈ মোদকায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ মোদকং স্বাদসংযুক্তং শর্করাদি বিনির্মিতম্। সুরমাং মধুরং ভোজ্যং দেবি দত্ত প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ইদং মোদকং ওঁ দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥৩৩॥” শ্রীফলপত্রমালা—“বং এতস্মৈ শ্রীফলপত্রমালায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ওঁ অমৃতোত্তবং শ্রীযুক্তং মহাদেবপ্রিয়ঃ সদা। পবিত্রস্তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরী ॥ ইদং শ্রীফলপত্রমাল্যম্ ওঁ দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥৩৪॥” শয্যাদ্রব্য—“বং এতস্মৈ শয্যাদ্রব্যায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া—“ইদং শয্যাদ্রব্যং ওঁ দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥৩৫॥” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। যথা—“এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।” অতঃপর তর্পণ করিবেন। যথা—“সায়ুধবাহন পরিবার ওঁ দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ তর্পয়ামি স্বাহা ॥” এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিয়া আবরণদেবতাগণের আবাহনপূর্বক পূজা করিবেন।*

* সার্বজনীন জগদ্ধাত্রীপূজায় নৈবেদ্য দানের পরেই প্রধান পূজা সমাপ্ত হয়, কিন্তু যাঁহাদের কুলাচার অনুসারে জগদ্ধাত্রী পূজা হয় তাঁহারা অম-পরমান প্রভৃতি ভোগ্যদ্রব্য দেবীকে প্রদান করে থাকেন। এস্থলে প্রকাশিত পুস্তকে তাহার নিবেদনাদির মন্ত্রাদির কোন উল্লেখ নাই। ইহা দুঃখজনক। অতএব এই গ্রন্থে সমস্ত উপচার প্রদানের মন্ত্রাদি উল্লেখ করিলাম। অঙ্গের পূজক প্রয়োজনানুযায়ী দেবীকে নিবেদন করিবেন।

আবরণ পূজা—“ওঁ দুং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গে আবরণস্তে পূজয়ামি।” মন্ত্রে করযোড়ে অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্বক আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। যথা—“ওঁ আবরণদেবতাঃ ইহাগচ্ছতঃ ইহাগচ্ছতঃ ইহতিষ্ঠতঃ ইহতিষ্ঠতঃ, ইহসমিধস্তঃ, ইহসমিধস্তঃ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” এইরূপে আবাহনপূর্বক যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর—“ওঁ হ্রীং প্রভায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং মায়ায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ॥ ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং নন্দিন্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং বিজয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং শঙ্খনিধয়ে নমঃ। ওঁ হ্রীং পদ্মনিধয়ে নমঃ। ওঁ হ্রীং জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং বিজয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং কীর্ত্তো নমঃ, ওঁ হ্রীং প্রীত্যে নমঃ। ওঁ হ্রীং শঙ্কায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং শ্রুত্যে নমঃ। ওঁ হ্রীং মেধায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং শঙ্খায় নমঃ। ওঁ হ্রীং চক্রায় নমঃ। ওঁ হ্রীং গদায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং খড়্গায় নমঃ। ওঁ হ্রীং পাশায় নমঃ। ওঁ হ্রীং অঙ্কুশায় নমঃ। ওঁ হ্রীং চাপায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শরায় নমঃ।” অতঃপর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন।

ষড়ঙ্গপূজা—গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দীং শিরসে স্বাহা নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দৈং কবচায় হুং নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ।” অতঃপর গুরুপঙ্ক্তির পূজা করিবেন।

গুরুপঙ্ক্তি পূজা—গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ।” এইরূপে পূজাতে তত্ত্বমুদ্রাযোগে তর্পণ করিবেন। যথা—“ওঁ গুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরাপর গুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুং তর্পয়ামি।” অতঃপর ষড়ঙ্গশক্তির পূজা করিবেন।

ষড়ঙ্গশক্তির পূজা—গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দীং শিরসে স্বাহা, শিরোঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুং শিখায়ৈ

পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং মহাবাগীদেবাস্মা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং জগন্মাতৃদেবাস্মা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং ললিতাদেবাস্মা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং সিংহবাহিনীদেবাস্মা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং ভগবতীদেবাস্মা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং বিজ্ঞাবাসিনীদেবাস্মা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং মহাবলাদেবাস্মা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং ভূতলবাসিনীদেবাস্মা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।”

অতঃপর—“এতে গন্ধপুষ্পে ও ভরদ্বাজঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ভৃগুঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও গৌতমঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও বিশ্বামিত্রঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও শিবঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও নন্দীশ্বরঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও কহমিকঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও স্থণ্ডিকঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥” অতঃপর “এতে গন্ধপুষ্পে ও সাযুধবাহন পরিবারায় হ্রীং শ্রীং জগদ্ধাত্রী দুর্গাং পূজয়ামি নমঃ।” মস্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা পুষ্পে দৃং ও সাযুধবাহন পরিবারায় হ্রীং শ্রীং জগদ্ধাত্রী দুর্গাং তর্পয়ামি॥” অতঃপর তিনবার তর্পণ করিবেন। যথা—“দৃং ও সাযুধবাহন পরিবার হ্রীং শ্রীং জগদ্ধাত্রী দুর্গাং তর্পয়ামি॥” অতঃপর সচন্দন পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও জয়্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও বিজয়্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ধান্যালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও চিত্রস্থ দেবতাভ্যো নমঃ।” অতঃপর ব্রাহ্মদ্যষ্টশক্তির পূজা করিবেন।

ব্রাহ্মদ্যষ্টশক্তির পূজা—“ও ব্রাহ্মি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধেহি অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” এইরূপে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ব্রাহ্মীর ধ্যান—“ও ব্রাহ্মী হংসসমাক্রুতাং

স্বর্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্মকূর্চঞ্চ পঙ্কজম্॥ দণ্ডং পদ্মাক্ষসূত্রঞ্চ দধতীং চারুহাসিনীম্। জটাজুটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তম্॥” এইরূপে ধ্যানান্তে “ও আং ব্রাহ্মৈ নমঃ।” মস্ত্রে যথাশক্তি পূজা করিবেন॥১॥ নারায়ণী—“ও নারায়ণি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মস্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ও নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্যামাং গরুড়বাহিনীম্। নানালঙ্কার সংযুক্তাং চারুকেশীং চতুর্ভুজাম্॥ ঘট্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সংদধতীং পরাম্। মধুমত্তাং মদোল্লাসদৃষ্টিং সর্বঙ্গ সুন্দরীম্॥” ধ্যানান্তে—“ও ঙ্গে নারায়ণ্যৈ নমঃ।” মস্ত্রে পূজা করিবেন॥২॥ মাহেশ্বরী—“ও মাহেশ্বরী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মস্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ও মাহেশ্বরীং বৃষাক্রুতাং শুক্রাং ত্রিনয়নাবিতাম্। কপালং ডমরুঞ্চৈব বরাদাভয়শূলকম্॥ টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্॥” ধ্যানান্তে—“ও উং মাহেশ্বর্যৈ নমঃ।” মস্ত্রে পূজা করিবেন॥৩॥ চামুণ্ডা—“ও চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মস্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ও চামুণ্ডামট্টহাসাং বিকটিত দশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাম্। নীলাস্ত্রোজ-প্রভাভাং প্রমুদিতবপুসাং নরমুণ্ডালিমালাম্॥ খড়্গাং শূলং কপালং নরশিরঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীম্। প্রেতারুঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমদিতাং ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাম্॥” ধ্যানান্তে—“ও শ্রীং চামুণ্ড্যৈ নমঃ।” মস্ত্রে পূজা করিবেন॥৪॥ কৌমারী—“ও কৌমারি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মস্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ও কৌমারীং কুঙ্কুমাভাসাং ত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাম্। চতুর্ভুজাং শক্তিপাশাঙ্কুশাভয়াবিধারিণীম্॥ নানালঙ্কারসংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিস্তয়েৎ॥” ধ্যানান্তে—“ও হুং (৯ং) কৌমার্যৈ নমঃ।” মস্ত্রে পূজা করিবেন॥৫॥ অপরাজিতা—“ও অপরাজিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মস্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ও অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্রবরপ্রদাম্। কপালং মাতুলিসাঞ্চ দধতীং পরিচিস্তয়েৎ॥” ধ্যানান্তে—“ও ঐং অপরাজিত্যৈ নমঃ।” মস্ত্রে পূজা করিবেন॥৬॥ বারাহী—“ও বারাহি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ”

ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ বারাহীং ধূম্রবর্ণাং বরাহবদনং শুভাম্। ফলকং খড়্গমৃগলং হলাং বেদভূজৈর্মুতাম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ওঁ বারাহীং নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করিবেন॥৭॥ নারসিংহী—“ওঁ নারসিংহি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ নারসিংহী নৃসিংহস্য বিলভী সদৃশং বপুঃ। চতুর্ভুজাং বিশালাক্ষীং মহারৌদ্রীং বরপ্রদাম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ অঃ নারসিংহে নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করিবেন।

অষ্টভৈরবের পূজা—অসিতাঙ্গ ভৈরব—“ওঁ অসিতাঙ্গ ভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” এইরূপে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ ধ্যায়েরীলাঙ্গিসঙ্কাশং ত্রিনেত্রম্ চন্দ্রশেখরম্। জটাজুটধরং বাহুচতুষ্টয় সুশোভিতম্॥ কপালং পঙ্কজধরং বরাভয়প্রদায়িনম্। ব্রাহ্মীশক্তিসমাপ্তিষ্টং শরচ্চন্দ্রনিভাননম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ঐং হ্রীং অং অসিতাঙ্গ ভৈরবায় নমঃ॥১॥” মন্ত্রে পূজা করিবেন। রুদ্রভৈরব—“ওঁ রুদ্রভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ জলদাভং বিশালাক্ষং শঙ্খচক্রলসৎকরম্। ত্রিশূলং পানপাত্রঞ্চ ভালচন্দ্রস্মিতাননম্॥ নানালঙ্কারসংযুক্তং কৃতিবাসং সুরালয়ম্। মদিরাঘূর্ণনয়নং রুদ্রভৈরবমাশ্রয়ে॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ঐং হ্রীং ঙ্রং রুদ্রভৈরবায় নমঃ॥২॥” মন্ত্রে পূজা করিবেন। চণ্ডভৈরব—“ওঁ চণ্ডভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ বালসূর্য্যপ্রতীকাশং জটামণ্ডিত মস্তকম্। চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং ভালচন্দ্রবিভূষণম্॥ ত্রিশূলং খট্টাঙ্গধরং বরদানাভয়প্রদম্। রজঃসঙ্কণ্ডাশ্রয়ং চণ্ডভৈরবমাশ্রয়ে॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ঐং হ্রীং উং চণ্ডভৈরবায় নমঃ॥৩॥” মন্ত্রে পূজা করিবেন। ক্রোধভৈরব—“ওঁ ক্রোধভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ সহস্রতড়িদাভাসং নয়নত্রয়রাজিতম্। খড়্গাখটকপট্টিশ নাগপাশকরাস্বজম্॥ ঘোরদংষ্ট্রং করালাস্যং

৪৫

হেমকুণ্ডধারিণম্। চামুণ্ডাশক্তিসহিতং ভজে হং ক্রোধভৈরবম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ঐং হ্রীং ঋং ক্রোধভৈরবায় নমঃ॥৪॥” মন্ত্রে পূজা করিবেন। উন্মত্তভৈরব—“ওঁ উন্মত্তভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ মহামরকাতাভাসং চন্দ্রাঙ্ককৃতশেখরম্। চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্॥ মদিরাপান উন্মত্তং স্মেরাস্যং মুণ্ডমালিনম্। কৌমারীশক্তিসহিতং ভজেচ্চোন্মত্তভৈরবম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ঐং হ্রীং ওং উন্মত্তভৈরবায় নমঃ॥৫॥” মন্ত্রে পূজা করিবেন। কপালভৈরব—“ওঁ কপালভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ সুভগনয়নমাস্যং চন্দ্রমৌলিং সুবেশম্। দনুজরুধিরপাত্রং বিভ্রতং শূলটঙ্কম্॥ সরসিরুহদধানং নীল মালাং সুকান্তিম্। শশিমণিগগনহারং চিত্তয়ে হং কপালিনম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ঐং হ্রীং ঐং কপালভৈরবায় নমঃ॥৬॥” মন্ত্রে পূজা করিবেন। ভীষণভৈরব—“ওঁ ভীষণভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ ধ্যায়ে ভীষণভৈরবং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগম্ভজম্। বন্ধুকারুণবাসসং কারদধং পাশাঙ্কুশং তোমরম্॥ খড়্গাচাক্ষুঃসুধাপ্লুতনুং হারাভিভূষোজুলং। কাঞ্চীদামবিরাজিতকটিতটং বারাহিকা সংযুতম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ঐং হ্রীং ওঁ ভীষণভৈরবায় নমঃ॥৭॥” মন্ত্রে পূজা করিবেন। সংহারভৈরব—“ওঁ সংহারভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ধ্যান করিবেন। ধ্যান—“ওঁ সংহার ভৈরবং ধ্যায়েৎ প্রলয়ানলসন্নিভম্। জটাবলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং ভয়ঙ্করম্॥ মুণ্ডমালাবলীকীর্ণং শ্রুতিকুণ্ডলমণ্ডিতম্। সংহারাস্ত্রং চক্রমসিং বিভ্রতং বরদায়িনম্॥ চতুর্ভুজং মদোন্মত্তমট্টহাসং দিগম্বরম্। নারসিংহীশক্তিসংযুক্তং ক্রোধাবেশকলেবরম্॥ কালান্তকারিণং রৌদ্রং সৃষ্টিস্থিতিলাভকম্। সর্বদেবস্তুতং সূর্য্যচন্দ্রবহি ত্রিনেত্রকম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ঐং হ্রীং অঃ সংহারভৈরবায় নমঃ॥৮॥” মন্ত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর বটুকগণের পূজা করিবেন।

বটুকগণের পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মাণীপুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাহেশ্বরীপুত্র বটুকায় নমঃ। এতে

গন্ধপুষ্পে ও বৈষ্ণবীপুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও কৌমারীপুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ইন্দ্রানীপুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও মহালক্ষ্মীপুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও বারাহীপুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও চামুণ্ডাপুত্র বটুকায় নমঃ।” অতঃপর—“এতে গন্ধপুষ্পে ও ডাকিনীভোজ্য নমঃ।” ডাকিনীগণের এবং “এতে গন্ধপুষ্পে ও যোগিনীভোজ্য নমঃ।” মন্ত্রে যোগিনীগণের পূজা করিয়া ক্ষেত্রপালগণের পূজা করিবেন।

ক্ষেত্রপালগণের পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও ক্ষাং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ক্ষাং ত্রিপুরস্নায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ক্ষাং অগ্নিজিহ্বায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ক্ষাং অগ্নিবেতলায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ক্ষাং কালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ক্ষাং করলায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ক্ষাং একপাদায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ক্ষাং ভীমনাথায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও গাং গণপত্যে নমঃ।” এইরূপে ক্ষেত্রপালগণ এবং গণপতির পূজা শেষ করিয়া লোকপালগণের পূজা করিবেন।

ইন্দ্রাদি লোকপাল পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও লাং ইন্দ্রায় পীতবর্ণায় ঐরাবতবাহনায় সুরাধিপত্যে বজ্রহস্তায় সপরিবারায় নমঃ।” “ওঁ রাং অগ্নয়ে রক্তবর্ণায় তেজোহধিপত্যে শক্তিহস্তায় ছাগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ যাং যমায় কৃষ্ণবর্ণায় মহিষবাহনায় প্রেতাধিপত্যে দণ্ডহস্তায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ ক্ষাং নির্যাতয়ে ধূসবর্ণায় অশ্ববাহনায় রক্ষোহধিপত্যে খড়্গহস্তায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ বাং বরুণায় শুক্লবর্ণায় মকরবাহনায় জলাধিপত্যে পাশহস্তায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ বাং বায়বে ধূসবর্ণায় মৃগবাহনায় প্রাণাধিপত্যে অক্ষুহস্তায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ কাং কুবেরায় শুক্লবর্ণায় নরবাহনায় যক্ষাধিপত্যে গদাহস্তায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ হ্রীং অনন্তায় গৌরবর্ণায় গরুড়বাহনায় নাগাধিপত্যে চক্রহস্তায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ হ্রীং দৈশানায় শুক্লবর্ণায় বৃষবাহনায় ভূতাধিপত্যে শূলহস্তায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ আং ব্রহ্মণে রক্তবর্ণায় হংসবাহনায় প্রজাপতিপত্যে পদ্মহস্তায়

সপরিবারায় নমঃ।” অতঃপর মহাসিংহের পূজা করিবেন। ধ্যান—“ওঁ আসনঞ্চাসি দুর্গায়া নানালঙ্কার ভূমিতং। মেরুশৃঙ্গ প্রতীকশং সিংহাসননমোহস্ততে।” অতঃপর—“ওঁ মহাসিংহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিকৃধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজা গৃহাণ।” মন্ত্রে আবাহনপূর্বক—“ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।” মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্ৰ—“ওঁ সিংহ স্বং সর্বজন্তুনা মধিপোহসি মহাবল। পার্বতীবাহন শ্রীমন্ বরং দেহি নমোহস্ততে।” অতঃপর—“ওঁ করীন্দ্রাসুর ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ও করীন্দ্রাসুরায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া নীলকণ্ঠ শিবের পূজা করিবেন।

আবাহন—“ওঁ শ্রীমনীলকণ্ঠ ভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিকৃধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজা গৃহাণ।” মন্ত্রে আবাহনপূর্বক পূজা করিবেন।

নীলকণ্ঠ শিবপূজা—প্রথমে ঋষ্যাঙ্গি ন্যাস করিবেন। যথা—“অস্যা শ্রীমনীলকণ্ঠশিবমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমনীলকণ্ঠদেবতা শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজায়াং বিনিয়োগঃ।” শিরসি—“ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।” মুখে—“ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ।” হৃদি—“ওঁ শ্রীমনীলকণ্ঠদেবতায়ৈ নমঃ।” অতঃপর করাসন্যাস করিবেন।

করন্যাস—“ওঁ হ্র হ্র স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ কপর্দিনে স্বাহা তজ্জীভ্যাং স্বাহা। ওঁ নীলকণ্ঠায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বম্। ওঁ কালকূটবিষভক্ষণায় হুং ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ নীলকণ্ঠিনে স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌম্। ওঁ ভৈরবায় স্বাহা অন্ত্রায় ফট্।”

অঙ্গন্যাস—“ওঁ হ্র হ্র স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ কপর্দিনে স্বাহা শিরসে স্বাহা। ওঁ নীলকণ্ঠায় স্বাহা শিখায়ৈ বম্। ওঁ কালকূটবিষভক্ষণায় হুং ফট্ কবচায় হুং। ওঁ নীলকণ্ঠিনে স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌম্। ওঁ ভৈরবায় স্বাহা অন্ত্রায় ফট্।” অতঃপর ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

ধ্যান—কর্মমুদ্রায় পুষ্প-বিল্বপত্রাদি লইয়া—“ওঁ বালার্কসূত তেজসং ধৃতজটাজুটেন্দুখণ্ডোজুলং, নাগোম্ভৈকৃতশেখরং
জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ। খট্টাঙ্গং দধতং ত্রিনত্রবিলসং পঞ্চাননং সুন্দরং, ব্যাঘ্রত্বক্ পরিধানামজ্জনিয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং
ভজে॥” ধ্যানান্তে পুষ্প-বিল্বপত্রাদি ঘটে দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। যথা—রজতাসন লইয়া—“বৎ এতস্মৈ
রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যঙ্গন করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।”
মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ
সম্প্রদানায় ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” মন্ত্রে পুষ্পটি রজতাসনে দিবেন। এইরূপে—“ওঁ শ্রীনীলকণ্ঠ ভৈরব স্বাগতম্, সুস্বাগতম্,
কুশলং তে।” পাদ্য লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“এতৎ পাদ্যং নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” অর্ঘ্য লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ইদমর্ঘ্যং
(যজুঃ—এষোহর্ঘ্যঃ) ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” আচমনীজল লইয়া—“ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” মধুপর্ক—
কাংস্য পাত্রে দধি ও মধু লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ইদং মধুপর্কং ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” পুনরাচমনীয় জল লইয়া পূর্ববৎ
অর্চনাতে—“ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” স্নানীয় জল লইয়া—“ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।”
বস্ত্র লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ইদং বস্ত্রম্ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” রজতাভরণ (স্বর্ণাভরণ) লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ইদং
রজতাভরণম্ (স্বর্ণাভরণং বা) ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” গন্ধ (চন্দন) লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“এষ গন্ধঃ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায়
নমঃ।” পুষ্প লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“এতৎ পুষ্পম্ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” বিল্বপত্র লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“এতৎ
পুষ্পম্ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” বিল্বপত্র লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।”
পুষ্পমালা লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“এতৎ পুষ্পমালাং ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” ধূপ লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“এষ ধূপঃ
ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” দীপ লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“এষ দীপঃ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” নৈবেদ্য লইয়া পূর্ববৎ

অর্চনাতে—“এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” পানার্থজল লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“এতৎ পানার্থোদকং ওঁ নীলকণ্ঠ
ভৈরবায় নমঃ।” পুনরাচমনীয় লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” তাম্বুল লইয়া পূর্ববৎ
অর্চনাতে—“এতৎ তাম্বুলং ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ।” অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥” অতঃপর পুনরায়
কর্মমুদ্রাযোগে সচন্দন রক্তবর্ণ পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি লইয়া—দেবীর ধ্যান (পৃঃ ৩০) করিয়া ষোড়শোপচারে, দশোপচারে বা
পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিবেন। (ষোড়শোপচার—আসনং, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র, অভরণ,
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, তাম্বুল [অর্চনা, স্তোত্রপাঠ, তর্পণ এবং নমস্কার]। দশোপচার—পাদ্য, অর্ঘ্য,
আচমনীয়, স্নানীয়, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য) দ্বারা পূজাপূর্বক অসামর্থ্য পক্ষে—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য
— এই পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক—“ওঁ নারদাদ্যাদি মুণিগণেভ্যোঃ নমঃ।” মন্ত্রে একত্রে মুনিগণের পূজাপূর্বক পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি
দিবেন, যথা—“এষঃ সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন।
অতঃপর সচন্দন পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাক্ষায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ শ্রীমনীলকণ্ঠ ভৈরব
সহিতায়াঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ।” অতঃপর তত্ত্বমুদ্রায় তিনবার তর্পণ করিবেন। যথা—“ওঁ সাক্ষায়াঃ সাবরণায়াঃ
সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ শ্রীমনীলকণ্ঠ ভৈরব সহিতায়াঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা॥”
এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবেন। অতঃপর ওঁ দৃং ওঁ মন্ত্রে প্রণাম করিয়া অষ্টোত্তরশত বা সাধ্যানুসারে অষ্টোত্তর শতসহস্রবার—
“দৃং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ স্বাহা।” মন্ত্র জপপূর্বক, এক গণ্ডুষ জল লইয়া মন্ত্র পাঠান্তে দেবীর নিম্ন বামহস্ত উদ্দেশ্যে জলগণ্ডুষ দিয়া
জপসমর্পণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ গুহ্যতিগুহ্য গোপত্বং গৃহাণা স্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বং প্রসাদান্মহেশ্বরী॥”

এইরূপে জপসমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ সর্বমঙ্গলো মঙ্গলো শিবো সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥” অতঃপর আচার অনুসারে এই সময় বলিদান করিবেন।

তদ্ব্যক্ত বলি প্রকরণ

অথ বলি লক্ষণং—দ্বিবিধো বলিরাখ্যাতঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা। সাত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদি বর্জিতঃ ॥ রাজসো মাংসরক্তাদিযুক্তঃ সপ্রোচ্যতে প্রিয়ে ॥ ত্রিবিধো বলয়ঃ প্রোক্তো উত্তমাধ্যমমধ্যমাঃ। উত্তমশ্চেচ্চোত্তমং দদ্যান্মধ্যমো মধ্যমস্তথা ॥ অধমঃ কথ্যতে দেবি অধমেহংগাধমগতিঃ।

অর্থাৎ—বলি দ্বিবিধপ্রকার, সাত্ত্বিক এবং রাজস বলি। সাত্ত্বিক বলি মাংস রক্তাদি বর্জিত। রাজস বলি মাংসরক্তাদিযুক্ত। বলি ত্রিবিধ প্রকার যথা—উত্তম, অধম এবং মধ্যম। উত্তম বলি প্রদানে উত্তম ফললাভ, মধ্যম বলি প্রদানে মধ্যম ফললাভ, অধম বলি প্রদানে অধমগতি লাভ হয়।

বর্ণভেদে পশুর জাতি নির্ণয়—শ্বেতঞ্চ ছাগলঞ্চৈব ব্রাহ্মণস্য বিশিষ্যতে। রক্তঞ্চ শ্বেতঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য গৌরমেবচ। নানাবর্ণং হি শূদ্রস্য সর্বেষা মঞ্জুন প্রভং পশুনাক্ষৈব যথাস্য গমতশ্চ বলিতর্বেৎ। ছাগলঃ কৃষ্ণঃ শ্বেতো বা দ্বিবর্ণাৎ পরতো যদি। কৃষ্ণবর্ণং পশুশ্রেষ্ঠং ছাগলং নবযৌবনং। ছেদয়েদেক যাতেন স্বয়ং বা দ্বিজসত্তমঃ।

অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ ছাগ ব্রাহ্মণ জাতি। শ্বেত ও রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি; গৌরবর্ণ বৈশ্যজাতি। নানাবর্ণের ছাগ শূদ্র এবং কাজলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ছাগ সর্বজাতি বুঝিবেন। পশুর ছয় মাস বয়সের বলি করিবেন। কৃষ্ণবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণের ছাগ দুই বৎসর বয়সের পরে বলি দিবেন। নবযৌবন কৃষ্ণবর্ণ ছাগ পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। স্বয়ং অথবা অসামর্থ্যে অপরের দ্বারা এক আঘাতে

ছেদন করিবেন।

উত্তম ও অধম পশুনির্ণয়—একবর্ণঃ পশু শ্রেষ্ঠো দ্বিবর্ণো মধ্যমঃ স্মৃত। অধমঃ পরমেশানি বহুবর্ণ যুতঃ পশুঃ।

অর্থাৎ একবর্ণের পশু শ্রেষ্ঠ, দ্বিবর্ণযুক্তপশু মধ্যম এবং বহুবর্ণযুক্ত পশুকে অধম বলা হইয়াছে। ইহা শিবাবাক্য।

অথঃ বলিদোষাঃ—কৃশেচাপি ভবেদ্রোগী বালে বালকনাশনং। অঙ্গহীনে চ দারিদ্র্যং অধিকাস্তে হরেভয়ং ॥ শিরষ্ঠিকে হতো মদ্রী তাম্রপৃষ্ঠে হতশ্রিয়ঃ। পুচ্ছহীনে ভবেন্নাত্যর্ঘ্যন্টাগ্রীবে হতায়ুষঃ ॥

অর্থাৎ—কৃশকায় পশু বলিদানে রোগী হয়। শিশুছাগ বলিদানে নিজ বালকের মৃত্যু হয়। অঙ্গহীন পশু বলিদানে দুঃখ-দারিদ্র্য হয়। অধিকাস্ত পশু বলিতে ভয় হয়। মস্তকে দোষ বা ক্ষতচিহ্নাদিযুক্ত পশুবলিতে মৃত্যু, তাম্রবর্ণপৃষ্ঠযুক্ত পশুবলিতে শ্রী (ঐশ্বর্য্য) নষ্ট হয়। পুচ্ছহীন পশুবলিতে মৃত্যু। ঘণ্টাকৃতি গ্রীবায়ুক্ত পশুবলিতে আয়ুনাশ হয়।

রুধির পাত্র—রৌপ্য, নবমৃগয় পাত্র, কাংস্যপাত্র এবং পিত্তলের পাত্রই শ্রেষ্ঠ রুধির পাত্র। কাষ্ঠময় পাত্র এবং লৌহপাত্রে রুধির দান করিবেন না।

ছাগোৎসর্গ—সুলক্ষণযুক্ত পশুকে স্নান করাইয়া দেবীর সম্মুখে রাখিয়া কিঞ্চিৎ শ্বেত সরিষা লইয়া—“ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমুখিত করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক পশুর গাত্রে ছড়াইবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ অপসর্পন্ততে ভূতাঃ যেভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যেভূতা বিম্বকর্তারন্তে নশ্যন্ত শিবাজ্ঞয়া ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্ততে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেন তাড়িতাঃ ॥” অতঃপর কুশোদক দ্বারা পশুকে প্রোক্ষণ করিবেন। অতঃপর “হুং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠন মুদ্রা ও ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৫) দেখাইয়া “দুং” মূলমন্ত্র তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সাতবার পশুকে প্রোক্ষণপূর্বক—“এষ গন্ধঃ ও ছাগপশবে নমঃ। এষ পুষ্পঃ ও ছাগপশবে নমঃ। এষ ধূপঃ ও ছাগপশবে নমঃ। এষ দীপঃ ও ছাগপশবে নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ও ছাগপশবে নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপর্বক পশুর

শুভ্রে মন্ত্র পাঠপূর্বক সিন্দুর দিবেন। যথা—“ওঁ জবাকুসুম সদ্ধাশে কোটি সূর্য্য সমপ্রভে। সিন্দুরং কঙ্কলাদিনী গৃহ গৃহ যথাসুখম্ ॥” অতঃপর পশুর কর্ণে পাঠ করিবেন—“ওঁ পশুপাশায় বিদ্যাহে বিশ্বকর্মেণে ধীমহি তন্নো ভীবঃ প্রচোদয়াৎ ॥” অতঃপর কোশায় ত্রিপত্র ও হরিতকী ধরিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারানিষ্টে ভাস্করে শুক্লপক্ষে নবমাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পুরোহিতের নিজ গোত্র ও নাম) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ (যজ্ঞমানের গোত্র ও নাম) মনোগতাভীষ্টসিদ্ধিকাম (শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গা দেবতা প্রীমিকামঃ বা) ইমং ছাগপণ্ডং বহ্নিদৈবতং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবৌ তুভ্যমহং যাতয়িম্যে (পরার্থে—যাতয়িষ্যামি) ॥” অতঃপর—“ওঁ যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্ত সমর্পিতম্ ॥” মন্ত্রে পাঠান্তে পশুর দেহে কুশোদক দিয়া খড়্গাপূজা করিবেন।

খড়্গাপূজা—খড়্গো সিন্দুরাদি দিয়া খড়্গমধ্যে মূলমন্ত্র (দুঃ) লিখিবেন। অতঃপর “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং কালি কালি বজ্রেশ্বরী লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ ॥” মন্ত্র পাঠান্তে খড়্গো গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর পুনরায় গন্ধপুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—“ওঁ কৃষ্ণং পিণাকপাণিঞ্চ কালরাত্রি স্বরূপিণম্ ॥ উগ্রং রক্তাস্য নয়নং রক্তমালায়ানুলেপনম্ ॥ রক্তাস্বরং ধরং চৈন পাশহস্তং কুটুম্বিনম্ ॥ পিবমানঞ্চ রুধিরং ভুজানং ক্রব্যসংস্থিতম্ ॥” ধ্যানান্তে পুষ্পটি খড়্গোপরি দিয়া, খড়্গের অগ্রদেশে, পাশহস্তং কুটুম্বিনম্ ॥ পিবমানঞ্চ রুধিরং ভুজানং ক্রব্যসংস্থিতম্ ॥” ধ্যানান্তে পুষ্পটি খড়্গোপরি দিয়া, খড়্গের অগ্রদেশে, মধ্যদেশে ও মূলদেশে সিন্দুর দ্বারা মূলমন্ত্র “দুঃ” লিখিবেন। অতঃপর সচন্দন পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রং বাগীশ্বরী ব্রহ্মাভ্যাং নমঃ ॥” মন্ত্রে অগ্রদেশে গন্ধপুষ্প দিবেন। এইরূপে মধ্যদেশে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রং লক্ষ্মী-নারায়ণাভ্যাং নমঃ ॥” মূলদেশে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রং উমা-মহেশ্বরীভ্যাং নমঃ ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবশক্তিয়ুক্তায় খড়্গায় নমঃ ॥” মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ খড়্গায় খরশানায় শক্তিকার্য্যার্থ তৎপরঃ ॥ পশুচ্ছেদ্যস্তুরা শীঘ্রং খড়্গানাথ

নমোহস্ততে ॥” অতঃপর সচন্দন পুষ্পাদি লইয়া—“ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ ॥ শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোহস্ততে ॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবশক্তিয়ুক্তায় খড়্গায় নমঃ ॥” অতঃপর করযোড়ে দেবীকে সমর্পণ করিবেন। যথা—

“ওঁ বলিং গৃহ মহাদেবি পশুং সর্বগুণান্বিতম্ ॥ যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্ত সমর্পিতম্ ॥”

অতঃপর “আং হ্রং ফট্” মন্ত্রে পশুর স্কন্ধে খড়্গা স্পর্শ করাইবেন। অতঃপর স্তম্ভের পূজা করিবেন।

স্তম্ভপূজা—স্তম্ভে সিন্দুর ও জবার মালাদি দিয়া পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা স্তম্ভায় নমঃ ॥ এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা স্তম্ভায় নমঃ ॥ এষ পুষ্পঃ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা স্তম্ভায় নমঃ ॥ এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা স্তম্ভায় নমঃ ॥ এষ দীপঃ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা স্তম্ভায় নমঃ ॥” হস্তে অক্ষত (আতপ চাউল) লইয়া—“এতদামান নৈবেদ্যং ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা স্তম্ভায় নমঃ ॥” মন্ত্রে পূজাপূর্বক ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা (পৃঃ ১৫) প্রদর্শন করিয়া খড়্গা ও

মুণ্ডমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। পরে স্বয়ং বলিকর্মে অশক্ত হইলে সতর্কতাপূর্বক অন্যের দ্বারা এক আঘাতে ছেদন করাইবেন। *

* ছেদ্য পূর্বাস্যে ও বলি উত্তরাস্যে থাকিবে। অথবা বলি পূর্বাস্যে এবং ছেদ্য উত্তরাস্যে বসিবে। বলির পর পশুর ছিন্নমুণ্ড হইতে দণ্ডঘর্ষণজনিত “কট কট” শব্দ হইলে কর্তার মৃত্যু, চক্ষু হইতে জল পড়িলে হানি হইয়া থাকে। ছিন্নমুণ্ড পূর্বোত্তরদিকে পড়িলে সম্পৎলাভ, ঈশান ও অগ্নিকোণ মধ্যে পড়িলে সিদ্ধিলাভ এবং বায়ু বা নৈঋতকোণে পড়িলে হানি হয়।



খড়্গামুদ্রা



মুণ্ডমুদ্রা

বলি ছেদনের পর রুধির পাত্রে মধু, ঘৃত, সৈন্ধব, কদলী ও গন্ধপুষ্প লইয়া আহাতে সমাংস রুধির স্থাপনপূর্বক এবং ছিন্নশির উত্তরাসো স্থাপনপূর্বক ছাগশীর্ষে ঘৃতদীপ জ্বালিয়া দিয়া—“ওঁ আহারে রুধিরাকাঙ্ক্ষি বলিং গৃহ জয়ং কুরু। মম শত্রুবিনাশায় বলিং গৃহ সুরেশ্বরী ॥” এষ সপ্রদীপছাগশীর্ষবলিঃ ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতায়ৈ নমঃ।” অতঃপর—“বং এতস্মৈ সমাংস রুধির বলয়ে নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যঙ্গণ করিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সমাংসরুধির বলয়ে নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ঈশানায় নমঃ।” এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় দৃং ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ। এষ সমাংস রুধির বলিঃ দৃং ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবেন। অবশিষ্ট সমাংস রুধির চারিভাগ করিয়া বটুকাদি দেবতাদিগকে নিবেদন করিবেন। যথা—(বায়ুকোণে)—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হং বাং বটুকায় নমঃ।” এষ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ হং বাং বটুকায় নমঃ।” (ঈশানকোণে)—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। এষ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ হং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ।” (নৈঋতকোণে)—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এষ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ হং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” (অগ্নিকোণে)—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হং গাং গণপত্যে নমঃ। এষ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ হং গাং গণপত্যে নমঃ।”

বিঃ দ্রঃ—রুধির পাত্র এবং ছিন্নমুণ্ড দেবীর বামপার্শ্বে রাখিবেন। মহিষ হইলে দেবীর সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবেন।
মেষবলি—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র “ছাগপশবে নমঃ” স্থলে “মেষপশবে নমঃ” বলিবেন। সঙ্কল্প বাক্যে কিছু পৃথক আছে, যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসং কার্তিকে মাসি তুলারশিষ্টে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যান্তিথৌ যুগাদ্যায়াম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পূজকের গোত্র ও নাম) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ (দাসঃ বা) মনোগতাভীষ্ট সিদ্ধিকাম (শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গা

৫৭

প্রীতিকামো বা) ইমং মেষ পশুং বরুণদৈবতং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতায়ৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)।” “সপ্রদীপ মেষশীর্ষ বলয়ে নমঃ।” হইবে। অন্যান্য সমস্ত একই প্রকার।

অথ কুম্ভাণ্ডাদি বলি—কুম্ভাণ্ডাদি দ্ব্যেত করিয়া সিদ্ধুরচর্চিত করিয়া—“বং এতস্মৈ কুম্ভাণ্ড বলয়ে নমঃ।” (কদলী হইলে—কদলী বলয়ে নমঃ। শশা হইলে—এপুষ বলয়ে নমঃ। বাতাবী হইলে—মধুকর্পটি বলয়ে নমঃ। আখ হইলে—ইক্ষুদণ্ড বলয়ে নমঃ। সুপারী হইলে—ওবাক বলয়ে নমঃ। আদা হইলে—আদ্রক বলয়ে নমঃ) মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যঙ্গণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে অমুকবলয়ে (যে ফল তাহার নাম উল্লেখ) নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে বনস্পত্যে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদান্যে দৃং ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতায়ৈ নমঃ।” এইরূপে উৎসর্গ করিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসং অদ্য কার্তিকেমাসি তুলারশিষ্টে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ অমুক দাসঃ বা) শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবতা প্রীতিকাম ইমং কুম্ভাণ্ড বলিং (বলির নাম উল্লেখ্য) বনস্পতি দৈবতম্ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতায়ৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)।” এইরূপে উৎসর্গ করিয়া যথারীতি ছাগপশু বলিবৎ খড়াপূজা ও স্তম্ভপূজা করিয়া ছেদন করিবেন বা করাইবেন।

অথ বলিবিঘ্ন শান্তি—এক আঘাতে বলি ছেদন করিতে হয়। তাহা না হইলে বহুবিধ দোষের কারণ হইয়া থাকে। এক আঘাতে বলি ছেদন না হইলে—সেই সমাংস রুধির দেবতাকে নিবেদন করিতে নাই। এইরূপ দোষ শান্তির জন্য ছিন্নবলির মাংসদ্বারা সহস্রহোম, এক মামা পরিমাণ স্বর্গদান এবং পূজিত দেবতার বীজমন্ত্র ও দুর্গাবীজ সহস্রবার জপ করিবেন। পরন্তু—“কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণঃ” এই বচনানুসারে চারিগুণ করিতে হয়। অতঃপর পুনরায় বলি দিয়া তাহার সমাংস রুধির দেবতাকে নিবেদন করিবেন।

দীপমালা উৎসর্গ—প্রজ্বলিত প্রদীপগুলি কদলীপত্রে রাখিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বৎ এতস্মৈ দীপমালায় নমঃ।” এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ দীপমালায় নমঃ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদান্যৈ দৃঃ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসৎ অদ্য কার্তিকেমাসি তুলারশিস্থে ভাস্করে শুক্রে পক্ষে নবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ দাসঃ বা) শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা প্রীতিকামঃ ইয়ৎসংখ্যক (২৮ হইলে—অষ্টাবিংশতি সংখ্যক। ১০৮ হইলে অষ্টোত্তর শত সংখ্যক) দীপমালাং ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।”

দীপমালা উৎসর্গ করিয়া স্তব ও কবচ পাঠ করিবেন। অতঃপর—“দৃং” মন্ত্রে প্রাণায়ামপূর্বক মূলমন্ত্র (দৃং) ১০৮ বার জপ করিবেন। জপ শেষ হইলে একগণ্ড জল গ্রহণ করিয়া—“ওঁ ওঁহ্যাতিওঁহ্য গোপত্ৰী ত্বং গৃহাণাম্যং কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরী॥” মন্ত্রে দেবীর নিম্ন বামহস্ত উদ্দেশে জলগণ্ড ত্যাগ করিয়া জপ সমর্পন করিবেন। অতঃপর প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ সর্বমঙ্গলে মঙ্গলো শিবো সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে॥”

কুলাচারবশতঃ এই সময় দুর্গানাম জপ ও দুর্গা কবচও এই সময় করা হয়। এইরূপে ত্রিকালীন পূজা করিবেন। প্রাতঃকালে সাঙ্ঘিকী পূজা, মধ্যাহ্নে রাজসী পূজা, সায়াহ্নে তামসী পূজা করিবেন। সর্বশেষে তামসী পূজার পর বলিদানাদি করিয়া হোম করিবেন। হোম শেষে কুমারী পূজা করিবেন।

তান্ত্রিক হোমবিধি

হোতা পূর্বাভিমুখে বসিয়া কেশ-কীট-তুষাঙ্গাদি বর্জিত বালুকাছারা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে একহস্ত পরিমাণ সমচতুষ্কোণ স্থণ্ডিল (বেদী) নির্মাণপূর্বকতদুপরি প্রথমে একটি অশ্বোমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিবেন। তাহার বাহিরে একটি অষ্টদলপদ্ম অঙ্কন করিয়া তাহার বাহিরে অর্থাৎ স্থণ্ডিলের প্রান্ত দিকচতুষ্টয়ে দুইটি দুইটি রেখা দ্বারা ভূপুর অঙ্কিত করিয়া পূর্বাঙ্গে তিনটি রেখা অঙ্কন করিবেন। অতঃপর মূলমন্ত্রে (দৃং) স্থণ্ডিল অবলোকনপূর্বক “ফট্” মন্ত্রে কুশের অগ্রভাগ দ্বারা স্থণ্ডিল স্পর্শ করিয়া পুনরায় “ফট্” মন্ত্রে জলদ্বারা স্থণ্ডিল অভ্যক্ষণ করিবেন। অতঃপর স্থণ্ডিলোপরি পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা স্থণ্ডিলায় নমঃ।” (পূর্বে)—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ।” এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুরন্দরায় নমঃ।” (উত্তরে)—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রবে নমঃ।” এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক পূর্বাঙ্কিত যন্ত্রমধ্যে—“ওঁ দৃং” মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া “ওঁ” মন্ত্রে স্থণ্ডিল জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া বহির যোগপীঠের অর্চনা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তাদিপীঠদেবতাভ্যো নমঃ।” এইরূপে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষেতায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পীতায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কক্ষায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধ্রুৱায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীৱায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বহুর্যোগপীঠায় নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় স্থণ্ডিলের পূর্বভাগে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বামায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্যোষ্ঠায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রৌদ্রো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রং বহাগসনায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর—“ওঁ

বাগীশ্বরীমৃত্যুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ত্রীড়াভাবসমমিতাম্॥” মন্ত্রে ধ্যানান্তে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বর্যো নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজাপূর্বক মূলমন্ত্র (দৃং) উচ্চারণপূর্বক “বৌমট্” মন্ত্রে দীপস্থ অগ্নিকে অবলোকনপূর্বক নব মগ্নয় সরাবে অথবা তাম্রাদি পাঠে “ফট্” মন্ত্রে অগ্নিগ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্র (দৃং) পাঠ করিয়া—“ওঁ হুং ক্রব্যাভেভাঃ স্বাহা।” মন্ত্রে গৃহীত অগ্নির কিয়দংশ নৈঋতকোণে ত্যাগ করিয়া “বং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা (১৫) প্রদর্শন করিয়া জানুদ্বয় ভূপাতিত করিয়া উভয় হস্তদ্বারা অগ্নিগ্রহণ করিয়া স্থণ্ডিলের উপর তিনবার ঘুরাইয়া অগ্নিকে শিববীজ ও স্থণ্ডিলকে দেবীমোনি চিত্তাপূর্বক আত্মাভিমুখে স্থণ্ডিল মধ্যে স্থাপন করিবেন। অতঃপর গন্ধপুষ্পদ্বারা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বহিমূর্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রং বহিচৈতন্যায় নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া—করযোড়ে পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ চিৎ পিস্পল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বান জ্ঞাপয় স্বাহা॥” অতঃপর পুনর্বার করযোড়ে পাঠ করিবে—“ওঁ অগ্নিঃ প্রজুলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥” মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নির বন্দনা করিয়া নামকরণ ও আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ অগ্নে ত্বং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদেবতা নামাসি।” ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধেহি, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” অতঃপর সচন্দন পুষ্প লইয়া—“ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় সাধয় স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা নামাগ্নে নমঃ।” “এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা নামাগ্নে নমঃ। এষ পুষ্পঃ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা নামাগ্নে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা নামাগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা নামাগ্নে নমঃ। এতৎ আজ্য নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতা নামাগ্নে নমঃ।” মন্ত্রে কিঞ্চিৎ ঘটাহুতি দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সহস্রার্চিসে হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নে ষড়সেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে

নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নেরষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর শুব (কুশী) অধোমুখে তিনবার অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া তাহার অগ্র, মধ্য ও মূলদশ তিনবার যথাক্রমে কুশদ্বারা সম্মার্জন করিবেন। এইভাবে আজ্যস্থালী (ঘৃতপাত্র) তিনবার সংস্কার করিবে। অনন্তর কুশাগ্রদ্বয় নির্মিত পবিত্র ঘটমধ্যে নিষ্ক্ষেপ করিয়া বামে ইড়া, দক্ষিণে পিস্পলা এবং মধ্যে সুষুন্না নাড়ী ভাবনা করতঃ, ঘট লইয়া—“ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।” “ওঁ সোমায় স্বাহা।” “ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা।” মন্ত্রে তিনবার ঘটাহুতি দিয়া পুনরায়—“ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা।” মন্ত্রে দুইবার আহুতি দান করিবেন। অতঃপর মহাব্যাহুতিহোম করিবেন। যথা—“ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা।” “ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।” এই মন্ত্রটি তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার ঘটাহুতি দিবেন। অতঃপর—“ওঁ অগ্নেগর্ভধানাদিসংস্কারং সম্পাদয়ামি স্বাহা।” মন্ত্রে ঘট আহুতি দিয়া—“পীঠাদি সহিত ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে (ওঁ দৃং স্বাহা) মন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার ঘটাহুতি দিবেন। অতঃপর অগ্নি ও দেবতা একত্ব চিন্তা করিয়া পুনরায় (ওঁ দৃং স্বাহা) মন্ত্রে একাদশবার আহুতি দিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন। সঙ্কল্প যথা—“বিষ্ণুরো তৎসৎ অদ্য কার্তিকে মাসি তুলারশিস্থে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাতিথৌ যুগাদ্যায়াম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মৎসঙ্কলিত সামুধবাহন পরিবার শ্রীমনীলকণ্ঠশিবসহিত শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গা পূজাকর্মাঙ্গীভূত হোমকর্মণি “ওঁ দৃং শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ স্বাহা। (অথবা—ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্ততে স্বাহা॥) ইতি মন্ত্রেণ পঠিতেন ইত্যং সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্যবিস্বপত্রৈঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাপ্রীতয়ে হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)॥” অতঃপর সঙ্কল্পানুযায়ী বিস্বপত্র লইয়া—“ওঁ এতৎ সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্যবিস্বপত্রৈভ্যো নমঃ।” “এতদধিপত্যে দেবায় ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবায় নমঃ।”

এইরূপে অর্চনা করিয়া যথাযথ মন্ত্রে একটি করিয়া সাজ্য বিশ্বপত্র চিহ্নে আহুতি দিবেন। এবং হুতশেষ (হাতঝাড়া) অপর একটি পাত্রে রাখিবেন। অতঃপর যজ্ঞডুমুর সমিধদ্বারা—“ওঁ তদ্বিক্ষেণ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূর্যঃ, দিবীষ চক্ষুরাততম স্বাহা।” মন্ত্রে বিষ্ণুর এবং “ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুক মিববন্ধনামৃত্যুমুখীং মামৃতাং ওঁ নীলকণ্ঠ শিবায় স্বাহা।” মন্ত্রে নীলকণ্ঠ শিবের ব্রাহ্মদ্য অষ্টশক্তির, “জয়ন্ত্যাতি একাদশ শক্তিভ্যঃ স্বাহা।” মন্ত্রে জয়ন্ত্যাতি একাদশ শক্তির, অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরবের, আদিত্যাди নবগ্রহের, ইন্দ্রাদি দশদিকপালের, বটুকগণের, ক্ষেত্রপালগণের এবং “ডাকিনীভ্যোঃ স্বাহা।” মন্ত্রে ডাকিনীগণের “ওঁ যোগিনীভ্যোঃ স্বাহা।” মন্ত্রে যোগিনীগণের হোম করিয়া—“ওঁ লক্ষ্ম্যে স্বাহা, ওঁ ঐং সরস্বতৌ স্বাহা। ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ স্বাহা। ওঁ হ্রীং শ্রীং শীতলায়ৈ স্বাহা। ওঁ হ্রীং মনসায়ৈ স্বাহা। ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ মাং যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ কুলদেব-দেবীভ্যো স্বাহা। ওঁ সর্বাভ্যো দেব-দেবীভ্যো স্বাহা।” মন্ত্রে হোম করিয়া—(ওঁ দুং স্বাহা) মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া—স্থণ্ডিলের ঈশান কোণে কিঞ্চিৎ জল দিবেন। মন্ত্র যথা—“ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।” অতঃপর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ বা দধি লইয়া—“ওঁ পৃথি ত্বং শীতলা ভব।” মন্ত্রে অগ্নির বিসর্জন করিয়া স্থণ্ডিলের ঈশানকোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া অগ্নে নারায়ণ শিলায় ও ঘটে দিয়া যজমানের ও নিজের যথাযথ স্থানে মন্ত্র পাঠান্তে দিবেন। যথা (ললাটে)—“ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যামুষম্।” (কণ্ঠে)—“ওঁ জমদগ্নেঃ ত্র্যামুষম্।” (বাহুমূলে)—“ওঁ যদেবানাং ত্র্যামুষম্।” (হৃদয়ে)—“ওঁ তত্তেহস্ত ত্র্যামুষম্।” এইরূপে তিলক ধারণ করিয়া, পুনরায় প্রাণায়ামপূর্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পন করিয়া দক্ষিণান্ত করিবেন।

দক্ষিণান্ত—দক্ষিণাদ্রব্য একটি পাত্রে রাখিয়া অর্চনাদি করিবেন। যথা—“বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রৌপ্যখণ্ডায়, হরিতকী ফলায় বা) নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার কুশোদক দ্বারা অভ্যঞ্জন করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাঞ্চনমূল্যায় (রৌপ্যখণ্ডায়, হরিতকী ফলায় বা) নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ

সম্প্রদানায় ওঁ সাযুধবাহনপরিবার শ্রীমনীলকণ্ঠশিবসহিত শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে সচন্দন পুষ্প দিয়া, সম্প্রদান করিয়া, কোশায় তিল, কুশ, হরিতকী ধারণ করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদন্য কার্তিকেমাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে নবম্যাতিথৌ যুগাদ্যায়াম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—শ্রীঅমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক সঙ্কলিত দেবশর্মণ বা দাসস্যাঃ সঙ্কলিত) সাযুধবাহন পরিবার শ্রীমনীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীপূজাতদ্ধোমকর্ম-সাপ্তার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (হরিতকীফলং বা) শ্রীবিষ্ণুর্দেবতং সাযুধবাহন পরিবার শ্রীমনীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)।” অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—“ওঁ কঠৈতৎ সাযুধবাহন পরিবার শ্রীমনীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাপূজা কর্মাচ্ছিদ্র মন্ত্ৰ।” অতঃপর বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

বৈগুণ্য সমাধান—দক্ষিণ হস্তে জলগণ্ডুষ লইয়া—“বিষ্ণুরৌ তৎসৎ অদ্য কার্তিকেমাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে নবম্যাতিথৌ যুগাদ্যায়াম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসঃ বা) সাযুধবাহন পরিবার শ্রীমনীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাপূজা কর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্ব্যয প্রশমনায় শ্রবিক্ষেণানাম্ স্মরণমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।” অতঃপর দশবার—“ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ।” স্মরণ করিবেন। অতঃপর দক্ষিণহস্তে কিঞ্চিৎ সামান্যার্ঘ্যের জল লইয়া—“ওঁ ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাদিকারতোজাগ্রতস্বপ্নসুষুপ্তাবস্থাসু কর্মণা মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পাদ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং তৎসর্বং মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক্ সমস্ত কর্মফলং সাযুধবাহন পরিবার শ্রীমনীলকণ্ঠ শিবসহিত শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গাদেবীচরণে সমর্পয়ামি স্বাহা।” ওঁ তৎসৎ॥”

জগদ্ধাত্রী স্তোত্রম্

শ্রীশিব উবাচ। ওঁ আখারভূতে চাখেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে। ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥ শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিশ্বহে। শাক্ত্যাচারপ্রিয়ে দেবী জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥ পরমাণুস্বরূপে চ প্রাণাপ্রাণাদিরূপিণি। স্থূলতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥ সূক্ষ্মতিসূক্ষ্মরূপে চ দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণি। ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥ কালাদিরূপে কালেশে কালাকাল-বিভেদিনি। সর্বস্বরূপে সর্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥ মহাবিশ্বে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে। প্রপঞ্চসারে সাক্ষীশে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে। অগম্যে জগতামাদ্যে মাহেশ্বরী বরাঙ্গণে। অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥ দ্বিসপ্তকোটী মন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি। সর্বশক্তি স্বরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥ তীর্থযজ্ঞতপোদান যোগসারে জগন্ময়ি। স্বমেব সর্বং সর্বস্থে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥ দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি। সর্বপত্রারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥ অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে। স্বমেব ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ততে ॥—ইতি জগদ্ধাত্রীকল্পে জগদ্ধাত্রী স্তোত্রম্।

জগদ্ধাত্রী কবচম্

অস্যা শ্রীজগদ্ধাত্রীকবচস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীদেবতা হ্রীং বীজং দুঃ শক্তিঃ স্বাহা কীলকং সর্বমঙ্গলার্থে বিনিয়োগঃ ॥ শ্রীশিব উবাচ। ওঁ অতিগুহ্যতমং দেবি কবচং কথয়ামি তে। যদৃষ্টা দেবদেবেশি দেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ব্রহ্মাপি ব্রহ্মবিদভূত্বা স্বকার্যে শক্তিমানভূৎ। কিমন্যে স্তম্ভহাপুণ্যং সর্বতীর্থ ফলপ্রদম্ ॥ পাবনং পরমং দিব্যং দেবতানাং সুদুর্লভম্। মহাশান্তিকরং শান্তং সর্বমঙ্গলকারণম্ ॥ সর্বব্যপ্তিহরং সর্বসুখদং কামদং সদা। নারদশ্চ ঋষিঃ প্রোক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে ॥ দেবতা

চ জগদ্ধাত্রী মায়াবীজস্ত বীজকম্। দুঃ শক্তিঃ কীলকং দেবি বহ্নিকান্তাস্য দেবিকা ॥ ওঁ দুঃ বীজং মে শিরঃ পাতু বদনে ত্র্যক্ষরী পরা। হ্রীং দুঃ ফট্ পাতু মে কণ্ঠে হ্রীং দুঃ স্বাহা চ নাসিকাম্ ॥ স্ত্রীং দুঃ ফট্ হৃদয়ে পাতু ক্লীং দুঃ ফট্ স্তনযুগ্মকে। এ দুঃ স্বাহা পাতু কুক্ষৌ ওঁ দুঃ ফট্ কটিদেশকে ॥ হ্রীং দুঃ নিতম্বে চ তথা স্ত্রীং দুঃ স্বাহা চ জঙ্ঘয়োঃ। স্ত্রীং দুঃ স্বাহা পাদযুগ্মে ক্লীং দুঃ স্বাহা চ শেবাসি। হ্রীং দুঃ স্বাহা চ সর্বাঙ্গে কেশেষু সকলেষু চ। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহেতি-সর্বসন্ধিসু ॥ সর্বকার্যেষু সর্বত্র জগদ্ধাত্রী সদাবত্। সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ জগদ্ধাত্রী জয়প্রদা ॥ পাতু মাং পরমেশানী পরিবারগণৈরপি। আদ্যা ব্রহ্মময়ী দুর্গা জগদ্ধাত্রী জয়প্রদা ॥ অন্নদা ত্রিপুরা দুর্গা দ্বরিতা সিংহবাহিনী। সরস্বতী তথা লক্ষ্মীর্জয়দুর্গাহভয়া তথা ॥ ভুবনেশী চ মাহেশী বজ্রপ্রস্তারিণী পরা। পরিবারগণান্ পায়াদেতান্ পর্বতকন্যাকা ॥ জয়াদ্যাঃ পাস্তু সর্বত্র ইন্দ্রাদ্যাঃ পাস্তু সর্বদা। ইতি তে কথিতং দেবি সর্বমঙ্গলে কারণম্। ধারণাং পঠনাং প্রাজ্ঞঃ সর্বমঙ্গলমাপ্নুয়াৎ ॥ নান্যং পরতরং দেবি ত্রিযু লোকেষু দুর্লভম্। বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ঘটং বিচিত্রং সংস্থাপ্য তাসাদিপাত্রমধ্যগে। গোরোচনাগুণ্ডলাভ্যাং কুঙ্কমাগুরুচন্দনৈঃ ॥ সাধকেন লিখিত্বা চ মালীকৃতামিদং পুনঃ। স্থাপয়িত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য যদ্ববচ্ছেদনঞ্চরেৎ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎসারাং পরাংপরম্। ন কস্যাচিৎ প্রদাতব্যং গোপিতং শাস্ত্রসম্বয়ে ॥—ইত্যাগমমহার্ণবে ইর-পার্বতী সংবাদে জগদ্ধাত্রী কবচম্ সমাপ্তম্।

কুমারী পূজা

প্রমাণম্—হোমাদিকং হি সকলং কুমারী পূজনং বিনা। পরিপূর্ণ ফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥—জ্ঞানার্ণব ও রুদ্রযামল।

অর্থাৎ—পূজা, হোমাদি সমস্ত কার্য্য কুমারী পূজা ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ ফললাভ করা যায় না। অতএব যাঁহারা কুমারী পূজা করিবেন তাঁহাদের হোমের পর উহা কর্তব্য।

পূজা প্রয়োগ—কুমারীকে পূজামণ্ডপে আনিয়া নববস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া পুষ্পমালা ও সিন্দুরাদির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া আসনে বসাইবেন। অতঃপর স্ববেদোক্ত স্ততিবাচন করিবেন। যথা—“ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীপূজা-কর্মানীভূত কুমারীপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং ॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী পূজা-কর্মানীভূত কুমারীপূজা কর্মণি, ওঁ স্ততি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্ততি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্ততি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্ততি ॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীপূজা-কর্মানীভূত কুমারীপূজা কর্মণি, ওঁ স্ততি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্ততি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্ততি ॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীপূজা-কর্মানীভূত কুমারীপূজা কর্মণি, ওঁ স্ততি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্ততি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্ততি ॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীপূজা-কর্মানীভূত কুমারীপূজা কর্মণি, ওঁ স্ততি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্ততি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্ততি ॥” অতঃপর স্ববেদোক্ত (পরার্থে—যজমানের বেদোক্ত) স্ততিসূক্ত পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে তিল, হরিতকী, কুশ, পুষ্পাঙ্কতাди লইয়া বীরাসনে উত্তরাস্যে বসিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য কার্ত্তিকেমাসি তুলারশিস্থে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ যুগাদ্যায়াম্ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী পূজাকর্মণি পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্তিকামঃ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীশ্রীকুমারীপূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি) ॥” এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পসূক্ত পাঠপূর্বক কুমারী র ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্। নানালঙ্কার ভূষাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্ ॥ চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্। ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্ ॥” ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। যথা—রজতাসন শুভদাং শুভাম্। ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্ ॥” ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। যথা—রজতাসন লইয়া—“বৎ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যঞ্জন করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে শালগ্রাম ৩ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদান্যে ওঁ এং হ্রীং শ্রীং হং হেসৌঃ অমুককুমার্যো নমঃ ॥” (অমুকস্থলে—

কুমারীর বয়স অনুসারে নামোল্লেখ করিবেন)।*

এইরূপে সমস্ত উপচার অর্চনা করিয়া নিবেদন করিবেন। পূজান্তে কুমারীর ষড়ঙ্গপূজা করিবেন। যথা—“ওঁ এং হ্রীং শ্রীং কুলকুমারীকে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হৈং বৈং হ্রীং শ্রীং এং স্বাহা শিরসে স্বাহা নমঃ। ওঁ এং হ্রীং শিখায়ৈ বম্ভট নমঃ। ওঁ এং কুলবাগীশ্বরী কবচায় হং নমঃ। ওঁ এং কলেশ্বরী নেত্রত্রয়ায় বৌম্ভট নমঃ। ওঁ হ্রীং অস্ত্রায় ফট নমঃ।” অতঃপর আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন।

আবরণদেবতাগণের পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সপরিবারায় বালভৈরবায় নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ এং সিদ্ধজয়ায় পূর্ববস্ত্রায় নমঃ। ওঁ এং হ্রীং শ্রীং কুজিকে পশ্চিমবস্ত্রায় নমঃ।” অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র (ওঁ এং হ্রীং শ্রীং হং হেসৌঃ) জপপূর্বক—“ওঁ হ্যাতিওঁ হ্যা গোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাম্ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥” মন্ত্রে কুমারীর বামহস্তোদ্দেশে জপ সমর্পন করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ নমামি কুলকামিনীং পরমভাগ্যসন্দায়িনীং। কুমারীবরচাতুরীং সকলসিদ্ধিদানন্দিণীম্ ॥ প্রবালগুটিকাশ্রজং রজতরাগবস্ত্রাঘ্রিতাং। হিরণ্য কুলভূষণাং ভুবনবাককুমারীং ভজে ॥” অতঃপর দক্ষিণাস্ত করিবেন।

দক্ষিণাস্ত—যথারীতি দক্ষিণার অর্চনাতে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারশিস্থে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ যুগাদ্যায়াম্ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীপূজা কর্মণি পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্তিকামঃ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীশ্রীকুমারীপূজা কর্মণ সাঙ্গতার্থং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণামিদং (কাঞ্চনমূল্যং,

* একবর্ষীয়া কুমারীর নাম সন্ধ্যা, এইরূপ দ্বিবর্ষীয়া কুমারী সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়া কুমারী ত্রিধামুর্তি, চতুর্বর্ষীয়া কালিকা, পঞ্চমবর্ষীয়া সুভগা, ষড়বর্ষীয়া উমা, সপ্তমবর্ষীয়া মালিনী, অষ্টমবর্ষীয়া কুজিকা, নবমবর্ষীয়া কাশ্যসন্দর্ভা, দশমবর্ষীয়া অপরাজিতা, একাদশবর্ষীয়া রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষীয়া ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া মহালক্ষ্মী, চতুর্দশবর্ষীয়া পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়া ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী অম্বিকা নামে অভিহিতা হয়। কুমারী যতদিন পর্য্যন্ত ঋতুমতী না হয়, তদবধি তাহাকে পূজা করা চলে।

রজতংকুণ্ডলং, হরিতকীফলং বা) শ্রীশ্রীঅমুক কুমার্যো (কুমারীর বয়স অনুসারে নাম) তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)।”

অচ্ছিদ্রাবধারণ—“কৃতৈতৎ কুমারীপূজাকর্মাচ্ছিদ্রমস্ত্র।”

বৈগুণ্য সমাধান—কৃতৈতৎ অমুক কুমারী পূজা কর্মণি যদযদ্বৈগুণ্যং জাতং তদদোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নাম স্মরণমহং করিষ্যে।
অতঃপর দশবার “শ্রীবিষ্ণুঃ” স্মরণ করিবেন। অতঃপর কুমারীকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইবেন।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

আয়ুর্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ ওঁ ভগবতি ভয়চ্ছেদে
ভবতারিণি কামদে। শঙ্করি কৌশিকি ত্বং হি কাভ্যায়নি নমোহস্তুতে॥ ওঁ (নমো) প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে।
কলদ্যোতকরে দেবি জয়ং দেহি নমোহস্তুতে॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ॥ ১॥

ওঁ (নমো) দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্বাশুভনিবারিণি। ধর্মার্থ মোক্ষদে দেবিনিত্যং মে বরদা ভব॥ ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি
মাং শঙ্করপ্রিয়ে। মহিষাসুন্মদোন্মত্তে প্রণতোহস্মি প্রসীদ মে॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ॥ ২॥

ওঁ (নমো) হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্। হর রোগ হর ক্ষোভং হরমারী হরপ্রিয়ে॥ ওঁ (নমো) কালি কালি
মহাকালি কালিকে পাপহারিণি। ধর্মার্থ মোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥ ওঁ (নমো) মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী।
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্তুতে॥ ওঁ (নমো) আয়ুর্দাতু মে কালি পুত্রান্ দেহি সদাশিবে। ধনং দেহি মহামায়ে
নারসিংহি যশো মম॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীশ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ॥ ৩॥” অতঃপর প্রার্থনা মন্ত্র করযোড়ে পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—“ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি। যৎপূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ওঁ কায়েন মনসা
বাচা হস্তো নান্য গতির্মম। অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রাষ্ট্রি ত্বং পরমেশরি॥” অতঃপর “সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

বিজয়াকৃত্যম্

পরদিন নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক সামান্য স্থাপন হইতে ভূতশুদ্ধি পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপনান্তে,
যথাশক্তি উপচারে সপরিবারে দেবীর পূজা করিয়া আরত্রিক এবং দধিকরস্ব (দধ, চিপটিক,
মুড়কী, মিষ্টান্ন) নিবেদন করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—“ওঁ বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চিতম্। পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং তৎ
প্রসাদান্মহেশ্বরি॥”

অতঃপর “নির্মাল্যবাসিন্যে চণ্ডেশ্বর্যো নমঃ।” মন্ত্রে নির্মাল্য দ্বারা ঘটোপরি চণ্ডেশ্বরীর
পূজা করিয়া যোনিমুদ্রা (পৃঃ ১৫) এবং সংহারমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক বিসর্জন করিবেন। যথা—“ওঁ
উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ। কুরুস্ব মম কল্যাণমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ গচ্ছ
গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে। যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ব্রজ ত্বং শ্রোতসি জলে গৃহে তিষ্ঠ বিভূতয়ে।
সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥” মন্ত্র পাঠান্তে দেবিপ্রতিমা এবং ঘট কিঞ্চিৎ চালনা করিবেন। অতঃপর—“ওঁ নিমজ্জন্তসি
দেবি ত্বং ভক্তিতঃ জগদম্বিকে। পুত্রাশুর্ধনবৃদ্ধার্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥” মন্ত্রে প্রতিমা (দর্পণ) হরিদ্রাক্ত জলে স্থাপন করিয়া
সূতা কাটিয়া দিবেন এবং দর্পণ প্রতিবিম্বে দেবীর চরণ দর্শন করিবেন।—ইতি বিজয়াকৃত্যম্।



সংহারমুদ্রা

অপরাজিতা পূজা

বিজয়াকৃত্য শেষ করিয়া আচারানুসারে অপরাজিতা পূজা করা হয়। তাম্রপাত্রে রক্তচন্দনলিপ্ত করিয়া তাহাতে অষ্টদল পদ্ম
অঙ্কন করিবেন। অতঃপর উক্ত অষ্টদলপদ্মোপরি শ্বেত অপরাজিতা লতা মূলসহ স্থাপনপূর্বক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া

স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—“ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীশ্রীঅপরাজিতা পূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং ॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীশ্রীঅপরাজিতা পূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীশ্রীঅপরাজিতা পূজা কর্মণি, ওঁ স্বাঙ্কিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বাঙ্কিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বাঙ্কিং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ স্বাঙ্ক্যতাম্, ওঁ স্বাঙ্ক্যতাম্, ওঁ স্বাঙ্ক্যতাম্ ॥” অতঃপর সবেদোক্ত (পরার্থে—যজমানের বেদোক্ত) স্বস্তিসূত্র পাঠ করিবেন।

স্বস্তিসূত্র (সাম)—“ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমহারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥” (যজুঃ)—“ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ গণানাত্মা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়ানাত্মা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধিনাত্মা নিধিপতিগুঁ হবামহে, বসো মম ॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥” অতঃপর “সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ” ইত্যাদি সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠান্তে সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য কার্তিকেমাসি তুলারশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে দশম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ দাসঃ বা) মোক্ষকামঃ শ্রীশ্রীঅপরাজিতা পূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।” অতঃপর স্ববেদোক্ত (পরার্থে—যজমানের বেদোক্ত) সঙ্কল্পসূত্র পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্পসূত্র (সাম)—“ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাঃ বিবস্তাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চস্বমূপ বা পৃণস্বমাদিদ্ বো দেব ওহতে ॥” (যজুঃ)—“ওঁ যজ্ঞাগ্নতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি, দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মমঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥” অতঃপর কুশী তাম্রটাটে উপুড় করিয়া দিয়া তদুপরি সচ্চন্দন পুষ্প দিয়া বলিবেন—“ওঁ সঙ্কল্পিতে হস্মিন্ কর্মণি সিদ্ধিরস্ত ॥” (ওঁ অস্তু—প্রতিবচন) “ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু ॥” (ওঁ ভবতু —প্রতিবচন)।

অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজাপূর্বক “এং” মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া করাসন্যাস করিবেন। করন্যাস—“আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঙ্গং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং অনামিকাভ্যাং হ্রং। ওং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ॥” অঙ্গন্যাস—আং হৃদয়ায় নমঃ। ঙ্গং শিরসে স্বাহা। উং শিখায়ৈ বষট্। এং কবচায় হ্রং। ওং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥” অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—“ওঁ বেদব্যাস ঋষয়ে নমঃ।” মুখে—“অনুষ্টুপছন্দসে নমঃ।” হৃদি—“ওঁ অপারাজিতায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।” ওহে—“ওঁ এং বীজায় নমঃ।” পাদয়ো—“ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ।” সর্বাঙ্গে—“ওঁ এং কীলকায় নমঃ।” অতঃপর কূর্মমুদ্রায় (পৃঃ ১৫) পুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং ভূজগাভরণোজুলাম্। বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিতয়াঘ্রিতাম্ ॥ শঙ্খচক্রধরা দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্। পীনোদ্ভুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপদ্মসুমালিনীম্ ॥” ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজমস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। অতঃপর পুনরায় ধ্যান করিয়া মণ্ডলমধ্যে পুষ্পপ্রদান করিয়া দেবীর আবাহন করিবেন। যথা—“এং শ্রীশ্রীঅপরাজিতা দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ ॥” এইরূপে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিয়া—“ওঁ এং হ্রীং অপারাজিতা দেবৌ নমঃ ॥” মন্ত্রে ষোড়শোপচার বা দশোপচার পূজা করিবেন। অতঃপর “ক্রিয়াশক্তি জয়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা ক্রিয়াশক্তি জয়ার আবাহন করিয়া—“ওঁ ক্রিয়াশক্তি জয়ায়ে নমঃ ॥” মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর করযোড়ে প্রার্থনা করিবেন। যথা—“ইমাং পূজাং ময়া দেবি যথাশক্তি নিবেদিতম্। রক্ষার্থন্তু সমাদায় ব্রজ স্বস্থানমুত্তমম্ ॥” অতঃপর আরত্রিকাদি

সমাপ্ত করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্ৰ—“ওঁ হারেণ তু বিচিত্রেনভাস্ত্ৰং কনকমেখলা। অপরাজিতা রুদ্রলতা করোতু বিজয়ং
মম ॥”

অনন্তর দক্ষিণাস্ত, অচ্ছিন্নাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধানপূর্বক পূজা সমাপ্ত করিবেন।—ইতি অপরাজিতা পূজা।

তান্ত্রিক শান্তিমন্ত্ৰ

“ওঁ সুরাস্ত্রামভিষিদ্ধস্ত ব্রহ্মবিষুর্মহেশ্বরঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্যণঃ প্রভুঃ ॥ প্রদ্যুম্ভশানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে ॥
ওঁ আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈৰ্বাতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাত্মকস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেবো দিকপালাঃ পাস্তু
তে সদা ॥ ওঁ কীর্তিলক্ষ্মীধৃতির্মেধা শ্রদ্ধা পুষ্টিঃ ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তৃষ্টিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্রামভিষিদ্ধস্ত
ধর্মপত্ন্যাঃ সুসংযতাঃ ॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুদ্ধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্রামভিষিদ্ধস্ত রাহুঃ কেতুশ্চতর্পিতাঃ ॥ ওঁ ঋষয়ো
মুনয়ো (মনবো) গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যা ধ্রুবা নাগা দৈত্যশ্চপ্সরসাং গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি
চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চয়ে ॥ ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলান্তীর্থানি জলদাঃ নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্বাঃ যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
এতে স্ত্রামভিষিদ্ধস্ত ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ॥”

ইতি জগদ্ধাত্রী পূজাপদ্ধতি সমাপ্তম্।

বেণীমাধব নামের পরে শীল পদবী দেখিয়া কিনুন

ভারত সরকার
কর্তৃক

রেজিস্ট্রিকৃত



চিহ্ন

দেখিয়া কিনুন

বেণীমাধব শীল

পঞ্জিকা



দেবদেবীর রঙিন চিত্রসহ



বেণীমাধব
শীলের



এই ছবিই
দেখিয়া কিনুন

একমাত্র প্রকাশক: বেণীমাধব শীল'স পঞ্জিকা পাবলিকেশন্স • ৩১, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০০৫